রংবেরং

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১০-১১

রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

২০১৩ সালের সম্মান ৩য় বর্ষ
শিক্ষা কর্মশালা
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

"রংধনু" - ২০১৬

প্রকাশনায়ঃ
সম্মান-৪র্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
শিক্ষাবর্ষঃ ২০১০-২০১১ইং
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

পৃষ্ঠপোষকঃ
প্রফেসর শামীম আরা বেগম, বিভাগীয় প্রধান,
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ
ড. নাসিমা ইয়াসমিন চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক ও কোর্স তত্ত্বাবধায়ক, সম্মান ৪র্থ বর্ষ,
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উপদেষ্টা মন্ডলীঃ
সকল শিক্ষক এবং শিক্ষিকাবৃন্দ
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ
ড. নাসিমা ইয়াসমিন চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক ও কোর্স তত্ত্বাবধায়ক, সম্মান-৪র্থ বর্ষ
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

সম্পাদনাঃ
মোঃ মাহাবুব (আবির), সম্মান (২০১০-২০১১)

সহযোগিতায়ঃ
ইয়াসিন, অনিক, কাঞ্চন, মর্তুজা

উৎসর্গঃ
২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষের সকল শিক্ষার্থীর পিতা-মাতাকে

প্রচ্ছদঃ
মোঃ জয়নুল আবেদীন, গ্রাফিক্স ডিজাইনার

মুদ্রণেঃ
শাহ্পীর চিশতি প্রিন্টিং প্রেস
মোবাইল: ০১৭১১-৩৫৯৪২৫

প্রকাশকালঃ
সেপ্টেম্বর- ২০১৬ইং

অধ্যক্ষের বাণী

রাজশাহী কলেজ বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপিঠ। এই বিদ্যাপিঠ থেকে বহু বর্ণিল ব্যক্তিত্ব শিক্ষার আলো নিয়ে তাদের স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে সেই আলোর প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন। প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ২০১০-১১ইং শিক্ষাবর্ষের সম্মান শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অসীম যাত্রায় এই চারটি বছরে প্রাতিষ্ঠানিক ও নৈতিক জ্ঞান, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ার প্রচেষ্টায় ঋদ্ধ হয়েছে। শিক্ষা জীবন সার্থক হবে তখন, যখন এর প্রতিফলন ঘটবে।

তাছাড়া রাজশাহী কলেজের ঐতিহ্যের ভাগিদার অন্যান্য বিভাগের মত প্রাণিবিদ্যা বিভাগও। প্রাণিবিদ্যা বিভাগ শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা (২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষ) তাদের শিক্ষার উজ্জ্বলতম দিনগুলো স্মৃতির বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। আমি তাদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। সাথে সাথে দোয়া করি রাজশাহী কলেজের সাংস্কৃতিক ও নিয়মতান্ত্রিক বলয়ের মাঝে বেড়ে ওঠা তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো বিস্তৃতি লাভ করুক পরবর্তী জীবনে। তারা আরও উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে ছড়িয়ে পড়ুক মানুষের অরণ্যে।

তাদের জীবনের অসীম পথচলা স্বার্থক হোক, শান্তিময় হোক এবং সমৃদ্ধশালী হোক।

(প্রফেসর মহাঃ হবিবুর রহমান)
অধ্যক্ষ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

উপাধ্যক্ষের বাণী

শিক্ষানগরী রাজশাহীর একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষালয় রাজশাহী কলেজ। এই শিক্ষালয়ে শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা এসকল কার্যক্রমে অংশ নিয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের (২০১০-২০১১ শিক্ষা বর্ষ) সম্মান ৪র্থ বর্ষের পরিক্ষার্থীরা "রংধনু" প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। সাধারণত এই ধরনের স্মরণিকা প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে থাকে। নিঃসন্দেহে তাদের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

আশা করছি, তাদের বিগত বছরগুলোর স্মৃতিচারণ ঘটবে এই স্মরনিকায়। তাদের এই কবিতা, গল্প এবং লেখনিসমৃদ্ধ স্মরণিকা "রংধনু" সুন্দর এবং সাবলীল হোক। দোয়া করি, তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠিত হোক এবং তাদের জীবন সমৃদ্ধশালী এবং শান্তিময় হোক।

(প্রফেসর আল ফারুক চৌধুরী)
উপাধ্যক্ষ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

বিভাগীয় প্রধানের বাণী

শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা আর কোমল অনুভূতিগুলো প্রকাশের মাধ্যমই হলো স্মরণিকা। তাই প্রাণিবিদ্যা বিভাগের স্মরণিকা প্রকাশ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত প্রতিভা বিকাশের একটি প্রয়াস।

বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দ নিজেদেরকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে খেলাধুলা, নাটক, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, স্কাউট, বিএনসিসি প্রভৃতি সহ শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রাখতে আগ্রহী। মাতৃভূমির টানে উদ্বুদ্ধ শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের কর্মস্পৃহা লেখনির মাধ্যমে প্রকাশে ইচ্ছুক। তাদের এই উদ্যম এবং উদ্যোগকে সফল করার আরো একটি প্রচেষ্টা ২০১০-২০১১-এর চতুর্থ বর্ষ সম্মান শ্রেণীর পরিক্ষার্থীদের প্রকাশিত স্মরণিকা "রংধনু- ২০১৬"।

প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দের নতুন চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ লেখা নিয়ে যে স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে তার সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও শুভ কামনা করছি।

(প্রফেসর শামীম আরা বেগম)
বিভাগীয় প্রধান
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

—ঃ কোর্স তত্ত্বাবধায়কের কথা ঃ—

ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী কলেজ এক অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রায় দেড়শো বছরের পরিক্রমায় মেধা, মনন ও মনোসম্পর্ক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানটি ভূমিকা রেখে চলেছে নিরন্তর। যারা সত্য, সততা ও নিষ্ঠা সহকারে এসেছিলো তারা আজ বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে। আমি সম্মান ৪র্থ বর্ষের কোর্স তত্ত্বাবধায়ক। আমি এদের বিভিন্ন পর্যায়ক্রমের যেমন ক্লাসের পাশাপাশি ব্যবহারিক বিষয়গুলো দেখা, শিক্ষাসফরে নিয়ে যাওয়া, সেমিনার করানো, উপদেশ দেওয়া প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম। ২০১০-১১ইং শিক্ষাবর্ষের ভর্তিকৃত প্রাণিবিদ্যা বিভাগের বিদায়ী শিক্ষার্থীরা তাদের স্মৃতিময় দিনগুলিকে স্মরনীয় করে রাখার জন্য স্মরণিকা বের করার উদ্যেগ নিয়েছে। এতে এ বিষয়ে তাদের পারদর্শিতা দেখাতে পারবে এবং অভিজ্ঞতা ও অর্জন করতে পারবে, যার প্রভাব তাদের পরবর্তী জীবনে থাকবে। তাদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আমি তাদের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি। শুভ হোক তাদের আগামীর যাত্রা।

প্রকাশনায় সহায়তা দানকারী আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী ও বিভাগীয় শিক্ষক বৃন্দসহ প্রকাশ্যে ও অলক্ষ্যে সম্পৃক্ত সবাইকে একরাশ শুভেচ্ছা।

(ড. নাসিমা ইয়ামিন চৌধুরী)
সহযোগী অধ্যাপক এবং
কোর্সতত্ত্বাবধায়ক সমান ৪র্থ বর্ষ,
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক মন্ডলীর ছবি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(প্রফেসর শামীম আরা বেগম)
বিভাগীয় প্রধান

(ড. নাসিমা ইয়াসমিন চৌধুরী)
সহযোগী অধ্যাপক

(মো: আব্দুল মজিদ প্রাং)
সহযোগী অধ্যাপক (সংযুক্ত)

(আবু নাঈম মোহাম্মদ ফজলুল করিম)
সহযোগী অধ্যাপক (সংযুক্ত)

(ড. মোছাম্মাৎ জাহানারা আক্তার বানু)
সহযোগী অধ্যাপক

(মো: গোলাম কিবরিয়া)
সহযোগী অধ্যাপক

(ড. মো: রবিউল আলম)
সহকারী অধ্যাপক

(শারমীন হাফিজ)
সহকারী অধ্যাপক

(মোছাম্মাৎ ফাহমিদা আখতার কস্তুরী)
সহকারী অধ্যাপক

(মাহফুজা চৌধুরী)
সহকারী অধ্যাপক

(আফরোজা বানু)
প্রভাষক

(স্মৃতি সারোয়ার)
প্রভাষক

(গৌতম সিংহ)
প্রভাষক

(টিটোনিয়াস হেমব্রম)
প্রভাষক

—ঃ প্রাণিবিদ্যা বিভাগ যাঁরা আলোকিত করেছিলেন ঃ—

(প্রফেসর ড. নূর মহল)
বিভাগীয় প্রধান (অবসর)

(সেলিনা সুলতানা)
সহযোগী অধ্যাপক

(মো: মোহায়মেনুল হক)
প্রদর্শক

(নুরুন্নাহার জাকিরা
সহকারী অধ্যাপক

(ফাতেমাতুজ জুহুরা)
প্রভাষক

(জিয়াউর রহমান)
প্রভাষক

(ড. মাকসুদা খানম)
সহকারী অধ্যাপক

(ড. স্বপন কুমার দত্ত)
অধ্যাপক (সংযুক্ত)

(আশরাফুল নেছা)
অধ্যাপক (সংযুক্ত)

(ড. রীনা রাণী দাস)
অধ্যাপক (সংযুক্ত)

শিক্ষক মন্ডলীদের প্রিয় উক্তি

মুক্ত মনের সুন্দর মানুষে ভরা সোনার বাংলাদেশ চাই

ড. শামীম আরা বেগম
বিভাগীয় প্রধান

"গভীরে ডুবিছে যে জন জানিবে মুকুতার সন্ধানে,
বুদবুদ হয়ে তার প্রশ্বাস উঠেনা উপর পানে"

ড. নাসিমা ইয়াসমিন চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক

দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে নিজেকে সংশোধন করা, আর সবচেয়ে সহজ কাজ হচ্ছে অপরের সমালোচনা করা।

আঃ মজিদ প্রামানিক

Blessed are the peace makers.

ফললুল করিম

অপার সম্ভাবনাময় এই দেশে সন্ত্রাসে ঘৃণা করে আর রুখে দিয়ে এগিয়ে চলি আত্মসংযমী হয়ে, কঠোর পরিশ্রমকে সাথে নিয়ে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর নির্মল ভালোবাসা, হৃদয়ে আছে মোর আলোকময় আশা।

মোঃ গোলাম কিবরিয়া

Good name of man or woman, is the immediate jewes of their souls.

জাহানারা আক্তার বানু

Laugh if you are wise. A good laugh is sunshine in a house. Martial and Thackeray.

Dr. Md. Rabiul Alam

The world is a comedy to those who think a tragedy to those who feel.

Mahafuza Chawdhury

A good face is the best letter of recommendation.

শারমিন হাফিজ

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে"

ফাহমিদা আক্তার কুন্তরী

"Don't change so people will like you
Be yourself and the right people will
love the real you"

আফরোজা বানু

সূর্যের মত দীপ্তিমান হতে হলে প্রথমে আমাদের সূর্যের মত পুড়তে হবে।

স্মৃতি সারোয়ার

খরচের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা সঞ্চয় না করে বরং সঞ্চয়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা খরচ করুন।

গৌতম সিংহ

অবিচার করার চেয়ে অবিচার সহ্য করা অধিক অসম্মান জনক।

টিটোনিয়াস হেমব্রম

সম্পাদকীয়

উচ্চ মাধ্যমিকের গন্ডি পেরিয়ে একটি বড় স্বপ্ন নিয়ে (২০১০-২০১১) শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়ে এসেছিলাম এই প্রাণিবিদ্যা বিভাগে। কখনো ভাবতেই পারিনি যে এতগুলো মানুষের পরস্পর পরস্পরের সাথে গড়ে উঠবে আত্মার বন্ধন আর উচ্ছাসিত হবে হৃদয়ের স্পন্দন। ২০১০ সাল থেকে শিক্ষক মন্ডলীর হাতধরে হাঁটি হাঁটি পা থেকে আমাদের সঞ্চালন শুরু হয়। মহান সৃষ্টিকর্তার অসীম দয়ায় নিজেকে গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সেই তখন থেকে আজ অবধি শিষ্টাচার, নিষ্ঠা, জ্ঞান, ন্যায়বোধ দায়িত্বশীলতা অনুপ্রেরনাসহ আমাদের প্রাপ্তি ঘটেছে অনেক কিছুতেই। শিক্ষমন্ডলীর নির্দেশীত পথেই সর্বদাগমনের চেষ্টা করেছি আমরা। শিক্ষকমন্ডলীর এ ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। প্রথমদিকে এই শিক্ষাঙ্গনটিকে আমাদের কাছে ভিন্ন একটি গ্রহ মনে হয়েছিল। আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না। জানতাম না। কিন্তু শিক্ষকমন্ডলীর সহযোগীতায় উন্মুক্ত হয় আমাদের মনের জানালা। একে অপরকে চিনতে থাকি, জানতে থাকি। মজবুত হতে তাকে আমাদের হৃদয়ের বন্ধন। প্রতিটি বর্ষে নতুন উদ্যম আর আকর্ষন নিয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে আমাদের ঘনিষ্টতা। নিদির্ষ্ট লক্ষ্যের পেছনে ছুটতে ছুটতে কখন যে আমরা একে অপরের সাথে জড়িয়ে পড়েছি হৃদয়ের বন্ধনে তা বুঝতেই পারিনি। আমাদের বন্ধনটি নজরে এসেছে তখনি যখন আমরা সার্ফারি পার্ক, লাক্ষা গবেষণাকেন্দ্র, রেশম গবেষণা কেন্দ্র, বিজ্ঞান গবেষনাগার ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণে যাই। রংধনুর যেমন একটি রং অন্য একটি রঙের পাশে বসে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশের মাধ্যমে নীল আকাশটির সৌন্দর্যকে পরিবর্ধন করে তেমনি আমরা ও শিক্ষকমন্ডলীর দেওয়া আদর্শে বিচ্ছুরন ঘটাবো এই সমাজের সৌন্দর্যের। এই রংধনুকে আমরা তখনি অনুভব করব যখন আমরা একে অপরের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকব। ইচ্ছে করলেই দেখতে পাবো না আমাদের প্রিয় মুখগুলোকে। একাকিত্ব অনুভব করব আমরা। আর ঠিক তখনি বেদনার বৃষ্টি শেষে মনের আকাশে উঁকি দিবে আমাদের এই "রংধনু"। সাতটি রঙের ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে পাবো আমাদের প্রিয় মুখগুলো। এই প্রতিষ্ঠানে কাটানো ৬টি বছরের নানা স্মৃতিময় মুহূর্ত নিয়ে প্রকাশ করছি "রংধনু"।

"রংধনু" প্রকাশনায় প্রধান পৃষ্ঠাপোষক রূপে বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর শামীম আরা বেগম ম্যাডাম, প্রধান উপদেষ্টা ড. নাসিমা ইয়াসমিন চৌধুরী ও বিভাগের সকল শিক্ষকমন্ডলীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার বন্ধুতুল্য সকল সহপাঠিদের যারা বিভিন্ন ধরনের লেখা দিয়ে আমাদের "রংধনুকে" আরো রঙিন করেছে এবং সাথে সাথে স্মরণীকা কমিটির সকলকে তাদের সহযোগীতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমাদের শিক্ষক মন্ডলীর কাছে (২০১০-২০১১) শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের পক্ষে সকল ভুলত্রুটি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যাই হোক আশা করছি আমাদের "রংধনু" প্রকাশনা সফল ও সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের "রংধনুর" ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য পাঠকদের অনুরোধ জানাচ্ছি। সবশেষে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনায় বলি-

প্রতিটি প্রাণ ভরে উঠুক অফুরন্ত ভালোলাগায়, আর প্রতিটি হৃদয় শাসিত হোক শুধুই ভালোবাসায় "রংধনুর সাত রঙের ছটায় রঙিন হয়ে উঠুক সকলের জীবনের নীল আকাশ।

[redacted]
সম্মান (২০১০-২০১১)
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

নাম ঃ মোঃ মাহাবুব (আবির)
পিতার নাম ঃ মোঃ আবুল হোসেন
মাতার নাম ঃ মোছাঃ নুরেছা বিবি
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: বানইল, পোষ্ট: মাড়িয়া, থানা: বাগমারা, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১০৫ জন্ম তারিখ ঃ ০৪/১০/১৯৯৩ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ B+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৯-৭০৬২৮৬
জীবনের লক্ষ্য ঃ বাবা-মায়ের ইচ্ছা পূরন করা
প্রিয় উক্তি ঃ ছাত্রজীবনে প্রেম মাদকের চেয়েও ভয়াবহ
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমণ ও বন্ধুদের সাথে আড্ডা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ অনার্স শেষ বর্ষের প্রতিটি দিনগুলো।
ইমেইল আই.ডি ঃ mahabur1993@gmail.com

নাম ঃ জয়ন্ত সরকার (অনিক)
পিতার নাম ঃ অরুণ সরকার
মাতার নাম ঃ সাধনা সরকার
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: তাতারপুর, পোষ্ট: পাহাড়পুর, থানা: মহাদেবপুর, জেলা: নওঁগা
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৬৩ জন্ম তারিখ ঃ ১৮/১০/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ AB+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭২৯-৮৭৮৩০৩
জীবনের লক্ষ্য ঃ বাবা-মায়ের স্বপ্ন পুরন করা
প্রিয় উক্তি ঃ ব্যর্থতা মানুষকে সফলতার পথ দেখায়
প্রিয় সখ ঃ খেলাধুলা, ভ্রমন করা, আড্ডা দেওয়া
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ অনার্স জীবনের শেষ দিনটির স্মৃতি আজও তাড়িয়ে বেড়ায়।
ইমেইল আই.ডি ঃ aniksarkar@gmail.com

নাম ঃ মোঃ ইলিয়াস কাঞ্চন
পিতার নাম ঃ মোঃ ইমাম হোসাইন
মাতার নাম ঃ উম্মে সালমা
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: নওপাড়া, পোষ্ট: বসন্তকেদার, থানা: মোহনপুর, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০২৪ জন্ম তারিখ ঃ ২০/০২/১৯৯৩ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭১১-৩৬২০২১
জীবনের লক্ষ্য ঃ প্রতিটা মানুষকে তার প্রাপ্ত সম্মান দেয়া এবং একজন প্রকৃত সম্মানী মানুষ হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ Homo Sapiens with morality are human being, without it there just animal or worse
প্রিয় সখ ঃ
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ আমি জরিপের কাজে একটি প্রত্নত্ত গ্রামে যায়, সেখানে আমার পুলিশ অফিসার ভেবে গ্রামের সকল পুরুষ মানুষ গ্রামছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।
ইমেইল আই.ডি ঃ kanchantheboss3@gmail.com, eliashkanchan1993@gmail.com

নাম ঃ ইয়াসিন আলী
পিতার নাম ঃ মোঃ রুস্তম আলী
মাতার নাম ঃ মোছাঃ সুফিয়া বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: সাটইল, পোষ্ট: শংকরপুর, থানা: মান্দা, জেলা: নওগাঁ
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৪২ জন্ম তারিখ ঃ ০১/০১/১৯৯৪ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ AB+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭১৭-৯৬১১৬৯
জীবনের লক্ষ্য ঃ একজন আদর্শ শিক্ষক
প্রিয় উক্তি ঃ ভালোবাসার জন্য মন সকলের থাকে, কিন্তু সকলে ভালোবাসতে পারে না
প্রিয় সখ ঃ খেলাধুলা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ ২০০৯ সালে আমার সাথে ঘটে ঘাওয়া একটি বাস দুর্ঘটনা
ইমেইল আই.ডি ঃ eyasinali101@gmail.com

নাম ঃ ফারহানা নূর
পিতার নাম ঃ মোঃ আঃ হান্নান
মাতার নাম ঃ হাসনা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: আলাই বিদিরপুর, পোষ্ট: নওহাটা, থানা: পবা, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৭০ জন্ম তারিখ ঃ ০৩/০৫/১৯৯৩ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭১৫-৭৫৪১৭৭
জীবনের লক্ষ্য ঃ বি.সি.এস ক্যাডার হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছে
প্রিয় সখ ঃ বইপড়া, টিভি দেখা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম ক্লাস নেয়া মহুর্ত
ইমেইল আই.ডি ঃ farhananur9839712@gmail.com

নাম ঃ শারমিন আকতার
পিতার নাম ঃ আনোয়ার হোসেন
মাতার নাম ঃ হাসিনা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: রহনপুর, পোষ্ট: চাঁপাইনবাবগঞ্জ, থানা: , জেলা:
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৫০ জন্ম তারিখ ঃ ০৬/০২/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৫-১৫৯০১০
জীবনের লক্ষ্য ঃ একজন আদর্শ শিক্ষক হতে চাই
প্রিয় উক্তি ঃ স্বার্থ ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই নেই। জোছনার স্বার্থেই তো মানুষ চাঁদকে এত বেশি ভালোবাসে
প্রিয় সখ ঃ বইপড়া
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ জীবনে প্রথম স্যার, ম্যাডাম এবং বন্ধুদের সামনে স্টেজে উঠে কিছু বলা
ইমেইল আই.ডি ঃ sarminjaime@gmail.com

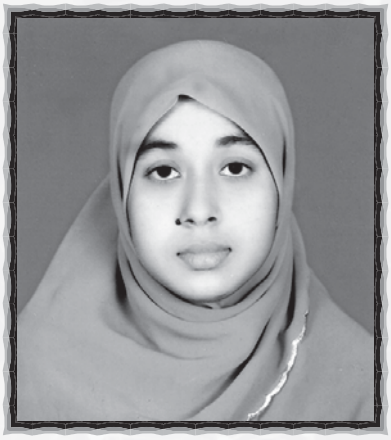

নাম ঃ রুকাইয়া ইয়াসমিন
পিতার নাম ঃ মোঃ রমজান আলী
মাতার নাম ঃ মোছাঃ শিরিনা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: শিবপুর, পোষ্ট: কলম, থানা: সিংড়া, জেলা: নাটোর
শ্রেণী রোল ঃ ৫১০০ জন্ম তারিখ ঃ ১২/০১/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ AB+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৭-৭২৪২৬০
জীবনের লক্ষ্য ঃ ফাস্ট ক্লাস অফিসার
প্রিয় উক্তি ঃ "প্রথম চেষ্টায় সাফল্য লাভের ইতিহাস কমই আছে। সাধারনত প্রতিটি সফলতার পেছনে অসংখ্য ব্যর্থতার গল্প জড়িয়ে থাকে তাই নিরাশ হইয়োনা"
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমণ করা।
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ আমার জন্মদিনে ছোট ভাইয়ের প্রথম উপহার
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ চৈতি ঘোষাল
পিতার নাম ঃ আনন্দ কুমার ঘোষ
মাতার নাম ঃ মালা ঘোষ
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: কাজলা, পোষ্ট: কাজলা, থানা: মতিহার, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৩১ জন্ম তারিখ ঃ ২৬/০৩/০০০০ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ B+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭০১৭৩৭-০৩৭২০৯
জীবনের লক্ষ্য ঃ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা
প্রিয় উক্তি ঃ পাড়ি দিতে নদী, হাল ভাঙ্গে যদি ছিন্ন পালের কাছি। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জানিব তুমি আছ, আমি আছি
প্রিয় সখ ঃ বাগান করা ও পশুপাখি পোষা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ কানেরদুল খোঁজাতে অধ্যক্ষস্যারের সাহায্য পাওয়া
ইমেইল আই.ডি ঃ choiti.ghoshal@gmail.com

নাম ঃ মোসাঃ মৌসুমী আকতার
পিতার নাম ঃ মোঃ কায়েশ উদ্দীন
মাতার নাম ঃ মোসাঃ মরিয়ম বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: ঘাটনগর, পোষ্ট: বোয়ালিয়া, থানা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাঁপাই নবাবগঞ্জ
শ্রেণী রোল ঃ ৫১০২ জন্ম তারিখ ঃ ১৬/১১/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ AB+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৮৪-৭৯০৩৭৯
জীবনের লক্ষ্য ঃ আত্মনির্ভশীল হওয়া, মানুষের সেবা করা
প্রিয় উক্তি ঃ আশা মানুষকে বেঁচে থাকতে শেখায় আর ধৈর্য সহনশীল করে
প্রিয় সখ ঃ বইপড়া, নতুন নতুন রান্না করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ বাবার নিখোঁজ হওয়া
ইমেইল আই.ডি ঃ sumyaamousumi@gmail.com

নাম ঃ মারুফা ইয়াসমিন রিপা
পিতার নাম ঃ মোঃ আব্দুর রশিদ
মাতার নাম ঃ মোসাঃ সাজেদা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: মিলিক বাঘা, পোষ্ট: বাঘা, থানা: বাঘা, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৬৫ জন্ম তারিখ ঃ ২৮/১২/১৯৯০ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ B+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৩-০২৫৩৩৮
জীবনের লক্ষ্য ঃ একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহা"
প্রিয় সখ ঃ বইপড়া
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ ২০০৫ সালে আমি প্রথম বিনোদনের জন্য শিক্ষাসফরে গিয়েছিলাম। ঐ শিক্ষাসফরে আমি আনন্দপেয়ে ছিলাম আর ঐ দিনটি আমার জীবনের একটি স্মরনীয় মুর্হূত, যা আমি কোন দিনই ভুলব না
ইমেইল আই.ডি ঃ marufa.ripa777@gmail.com

নাম ঃ সুরাইয়া জাহান শোভা
পিতার নাম ঃ মোঃ মাহবুব-উর-রহমান
মাতার নাম ঃ মোছাঃ মেরিনা রহমান
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: পোষ্ট অফিস মোড়, পোষ্ট: রহমান কলোনী, থানা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৬৯ জন্ম তারিখ ঃ ০৯/০৪/১৯৯৩ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৬৭-২৭৮৬৮৭
জীবনের লক্ষ্য ঃ নিজেকে ব্যস্ত রাখা
প্রিয় উক্তি ঃ আমার আম্মু আমার স্বর্গ, আমার আব্বু আমার পৃথিবী
প্রিয় সখ ঃ অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণ
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ ২০০৮ সালের ৮ই আগস্ট সেদিন আমি আমার পরিবারের সবাইকে ছেড়ে এইচ.এস.সি পড়তে হোস্টেলে যাই। অনুভব করি একাকীত্বতাকে
ইমেইল আই.ডি ঃ surayajahan.93.@gmail.com, eliashkanchan1993@gmail.com

নাম ঃ মোঃ আব্দুল্লাহ্ আল ইমাম
পিতার নাম ঃ মোঃ নৈমুল হক
মাতার নাম ঃ আলেয়া বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: অজগরা, পোষ্ট: বাঙ্গাবাড়ী, থানা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৬৭ জন্ম তারিখ ঃ ২৫/১১/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ AB+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৭২-৮০২০৩২
জীবনের লক্ষ্য ঃ একজন সফল ব্যক্তি হিসেবে সমাজে পরিচিত হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ বিষাদ ছুয়েছে আজ মন ভাল নেই
প্রিয় সখ ঃ স্বপ্নদেখা/শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগে
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ ১৯৯৮ সালের বন্যার সময় আমাদের বাড়িতে যখন বন্যা এসেছিল ঠিক সেই মুর্হুতটা আজো আমার খুব মনে পড়ে
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ মোঃ নজরুল ইসলাম
পিতার নাম ঃ মোঃ নূরুল ইসলাম
মাতার নাম ঃ ফিরোজা বিবি
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: নরসিংহপুর, পোষ্ট: নরসিংহপুর, থানা: বাগমারা, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ০০০০ জন্ম তারিখ ঃ ০০/০০/০০০০ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩২-০৮৮৬৪৭
জীবনের লক্ষ্য ঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ বাবা-মা শিক্ষককে শ্রদ্ধা করা
প্রিয় সখ ঃ
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ শহিদুল ইসলাম (সোহাগ)
পিতার নাম ঃ ওসমান আলি
মাতার নাম ঃ সাহেদা বিবি
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: বেলঘরিয়া, পোষ্ট: বেলঘরিয়া, থানা: দূর্গাপুর , জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ০০০০ জন্ম তারিখ ঃ ০০/০০/০০০০ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ + মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৮-০২৮৬৭১
জীবনের লক্ষ্য ঃ
প্রিয় উক্তি ঃ দুর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যার্জ
প্রিয় সখ ঃ
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ শিউলী খাতুন
পিতার নাম ঃ মোঃ আব্দুর রহিম
মাতার নাম ঃ সুফিয়া বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: শিবপুর, পোষ্ট: মোহনপুর, থানা: মোহনপুর, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৩৬ জন্ম তারিখ ঃ ০২/০৮/১৯৯১ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ B+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭০১৭৪০-০৪২৮৭৩
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিক্ষিকা
প্রিয় উক্তি ঃ "আশাহীন জীবন মিথ্যা কিন্তু সাধনাহীন আশা বৃথা"
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমন
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ "আমার সোনামণি মাহির জন্মদিন"
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ মোছাঃ রেশমা তারা
পিতার নাম ঃ মোঃ আব্দুল মতিন
মাতার নাম ঃ মোছাঃ জহুরা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: বল্লভপুর, পোষ্ট: নবাবগঞ্জ, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৫৩ জন্ম তারিখ ঃ ০১/০১/১৯৯৩ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ B+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৫৩-৬৩০০৪৪
জীবনের লক্ষ্য ঃ আদর্শ শিক্ষিকা
প্রিয় উক্তি ঃ বাঙালীকে বেশি প্রশংসা করতে নেই। প্রশংসা করলেই বাঙালী একলাফে আকাশে ওঠে। আকাশে উঠলেও ক্ষতি ছিলো না। সমস্যা হলো আকাশ থেকে থুথু ফেলা শুরু করে।
প্রিয় সখ ঃ বইপড়া এবং বাংলাদেশ দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ রাজশাহী কলেজে ভর্তি আর ডিপার্টমেন্টে আমার প্রথম দিন
ইমেইল আই.ডি ঃ reshma.rc24@yahoo.com

নাম ঃ মেসাঃ কানিজ ফাতিমা
পিতার নাম ঃ মোঃ নজরুল ইসলাম
মাতার নাম ঃ মোসাঃ হোসনেয়ারা বানু
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: জোতনশী, পোষ্ট: মনিগ্রাম, থানা: বাঘা, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০১৭ জন্ম তারিখ ঃ ১০/০৩/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭২৭-৯১২৫১৯
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিক্ষকতা
প্রিয় উক্তি ঃ "স্বপ্ন সেটা নয় সেটা আমরা ঘুমিয়ে দেখি স্বপ্ন সেটা যা আমাদের ঘুমাতে দেয় না"
প্রিয় সখ ঃ ছবি আঁাকা ও রান্না করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ অনার্স জীবনের প্রথম দিন যেদিন আমাদের ফুল দিয়ে বরন করে নেয়া হয়েছিল
ইমেইল আই.ডি ঃ kanizfatima810@gmail.com

নাম ঃ ইনছানিয়া আক্তার
পিতার নাম ঃ মোঃ গিয়াস উদ্দীন
মাতার নাম ঃ হাফিজা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: , পোষ্ট: , থানা: , জেলা:
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৪২ জন্ম তারিখ ঃ ০২/০৫/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৮৫-২২৯২২০
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিক্ষকতা
প্রিয় উক্তি ঃ "পরাজয় থেকেও জানার আছে, শেখার আছে অনেক, সেখান থেকে মানুষ জানতে পারে জয়ের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা"
প্রিয় সখ ঃ গাছ লাগানো এবং গান শোনা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ অনার্স ১ম বর্ষের শিক্ষা সফর আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরনীয় মুহূর্ত। কারন জীবনে প্রথম বন্ধু-বান্ধবী এবং শিক্ষকদের সাথে অনেক আনন্দ বিনোদনের মাধ্যমে দিনটি উপভোগ করেছি
ইমেইল আই.ডি ঃ insania9839742@gmail.com

নাম ঃ আতিয়া নাসরিন
পিতার নাম ঃ মোঃ আতিকুর রহমান
মাতার নাম ঃ খোদেজা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম:, পোষ্ট: , থানা: , জেলা:
শ্রেণী রোল ঃ ৫১০৯ জন্ম তারিখ ঃ ০৮/০৭/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ B+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৬১-০৯১১৭৫
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিক্ষক হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ শিক্ষার শেকড় তেতো হলেও এর ফল মিষ্টি
প্রিয় সখ ঃ টিভি দেখা, গান শোনা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ রাধিকা নাথ স্যার যখন বললেন তুমি পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়েছ
ইমেইল আই.ডি ঃ rajuph@yahoo.com

নাম ঃ মোসাঃ ইতি খাতুন
পিতার নাম ঃ মোঃ হাবিবুর রহমান
মাতার নাম ঃ মোসাঃ জাণেরা বিবি
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: বিদিরপুর, পোষ্ট: বসন্তকেদার, থানা: মহোনপুর, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০২০ জন্ম তারিখ ঃ ০৮/০৭/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৯৩-৮৯০৭৩২
জীবনের লক্ষ্য ঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ ক্রোধ মনুষত্যের আলোক শিখাকে নির্বাপিত করে দেয়
প্রিয় সখ ঃ ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ নাটোর রাজবাড়ি পরিদর্শন কালে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে কাটানো কিছু মুহূর্ত
ইমেইল আই.ডি ঃ etiraj1992@gmail.com

নাম ঃ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক
পিতার নাম ঃ মৃতঃ আব্দুল হাকিম
মাতার নাম ঃ মোসাঃ জবেদা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: বহিপাড়া, পোষ্ট: রহনপুর, থানা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাঁপাই নবাবগঞ্জ
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৯৯ জন্ম তারিখ ঃ ০১/১০/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৫১-২৪৪৪১৩
জীবনের লক্ষ্য ঃ আদর্শ শিক্ষক হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ পাখি উড়ে গেলেও পলক ফেলে যায়, আর মানুষ চলে গেলে রেখে যায় স্মৃতি
প্রিয় সখ ঃ গান শোনা ও বাগান করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি পাওয়া
ইমেইল আই.ডি ঃ razzak5099@gmail.com

নাম ঃ মোছাঃ জেসমিন আরা
পিতার নাম ঃ মোঃ আলতাফ হোসেন
মাতার নাম ঃ আফরোজা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: বসন্তপুর, পোষ্ট: মোগাছী, থানা: মোহনপুর , জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০১০ জন্ম তারিখ ঃ ১৬/১০/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৯৩-৯১০০১০
জীবনের লক্ষ্য ঃ সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"
প্রিয় সখ ঃ টিভি দেখা ও গল্প করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ জীবনে প্রথম ইংরেজী স্যারের কাছ থেকে পাওয়া উপহার এর মুহূর্ত
ইমেইল আই.ডি ঃ jesmin@gmail.com

নাম ঃ মোঃ তৈমুর রহমান (তারেক)
পিতার নাম ঃ মোঃ আনিছুর রহমান
মাতার নাম ঃ তাহেরা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: বড়বাড়ী, পোষ্ট: ডাঙ্গাপাড়া, থানা: সিংড়া, জেলা: নাটোর
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৩৪ জন্ম তারিখ ঃ ০২/০১/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ B+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৪৪-৯৫৮৬১৫
জীবনের লক্ষ্য ঃ মানুষের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়া (একজন আদশ মানুষ হতে চাই)
প্রিয় উক্তি ঃ পরিবার যা দিয়েছে তার ১% ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই। পরিবারের পাশে সব সময় নিজেকে রাখ যে ভাবে তারা তোমার পাশে ছিল
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমন করা।
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ প্রাইমারি স্কুলের সময় গুলো
ইমেইল আই.ডি ঃ kdrubok@gmail.com

নাম ঃ সোহেল রানা
পিতার নাম ঃ মোঃ দায়েম উদ্দিন
মাতার নাম ঃ শামসুন্নাহার
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: বিয়াড়, পোষ্ট: গোলাবাড়ী, থানা: দূর্গাপুর, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৯৫ জন্ম তারিখ ঃ ০১/০৬/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭২৫-৪৮৪১১৭
জীবনের লক্ষ্য ঃ অসহায়ের পাশে থাকা বিশেষ করে প্রতি বন্ধী ও সুবিধা বঞ্চিত মা বাবার পাশে থাকা
প্রিয় উক্তি ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূল আল্লাহ
প্রিয় সখ ঃ কেরাম খেলা, ক্রিকেট, টিভি দেখা, ভাল কিছু করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ এস.এস.সি তে এ+ পাওয়ার মূহুর্ত
ইমেইল আই.ডি ঃ sohelranajitu@yahoo.com

নাম ঃ শাহানা খাতুন
পিতার নাম ঃ শামছুল ইসলাম
মাতার নাম ঃ সামসুন্নাহার
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: দানগাছী, পোষ্ট: ভবানীগঞ্জ, থানা: বাগমারা, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১২৭ জন্ম তারিখ ঃ ০১/০১/১৯৯৪ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৮-৭৩৭৬৫২
জীবনের লক্ষ্য ঃ সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে দেখতে চাই। সর্বোপরি, একজন ভালো মানুষ হিসেবে দেশের সেবা করতে চাই
প্রিয় উক্তি ঃ Identity is more important than existance
প্রিয় সখ ঃ বাগান করা এবং ভ্রমণ করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ গাজীপুর সাফারী পার্কে ভ্রমণের সময়ে প্রতিটি মূহুর্ত আমার খুব ভালো লাগে
ইমেইল আই.ডি ঃ shahanakitatun30@gmail.com

নাম ঃ মোছাঃ ফারিয়া রহমান
পিতার নাম ঃ মোঃ সাজেদুর রহমান
মাতার নাম ঃ মোছাঃ ফাইজুন নাহার
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: কাঁঠালবাড়ীয়া, পোষ্ট: পুঠিয়া, থানা: , জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০২২ জন্ম তারিখ ঃ ৩০/১২/০০০০ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ B+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৭০-৮৪৭২৪৯
জীবনের লক্ষ্য ঃ জীবনে সম্মান জনক পর্যায়ে পৌঁছানো, সেটা হতে পারে কলেজের শিক্ষিকা
প্রিয় উক্তি ঃ ধৈর্য তিক্ত কিন্তু, তার ফল মধুর
প্রিয় সখ ঃ ছবি আঁকানো
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ আমার অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পাওয়ার দিন
ইমেইল আই.ডি ঃ faria.rahman.puthia@gmail.com

নাম ঃ মোঃ আসলাম হোসাইন
পিতার নাম ঃ মোঃ যুবায়ের আলী
মাতার নাম ঃ হুসনে আরা বিবি
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: শ্রীপুর, পোষ্ট: বাগমারা, থানা: বাগমারা, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০১১ জন্ম তারিখ ঃ ২৫/০৭/১৯৯৩ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৪৪-৭৪৭৫৬১
জীবনের লক্ষ্য ঃ সুখী হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ জীবন জটিল নয়, মানুষই জীবনকে জটিল করে তোলে
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমন
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ স্বার্থপর বন্ধুদের সাথে একদিন
ইমেইল আই.ডি ঃ aslamhossain9839686@gmail.com

নাম ঃ আয়েশা খাতুন
পিতার নাম ঃ খোদাদুল হক
মাতার নাম ঃ রোকেয়া খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: হড় গ্রাম মুন্সীপাড়া, পোষ্ট: রাজশাহী র্কোট, থানা: রাজপাড়া, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০২৭ জন্ম তারিখ ঃ ১০/১০/১৯৯৩ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ AB+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭১৫-২৬৭০৮৬
জীবনের লক্ষ্য ঃ আদর্শ শিক্ষক
প্রিয় উক্তি ঃ মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় অলঙ্কার হচ্ছে শিক্ষা
প্রিয় সখ ঃ ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ উত্তরা গণভবনে রাজপ্রাসাদের সিংহাসন দেখার মুহূর্ত
ইমেইল আই.ডি ঃ ayeshakhatun789@gmail.com

নাম ঃ মোঃ ওয়াসীম আলী
পিতার নাম ঃ মোঃ লুকমান আলী
মাতার নাম ঃ মোছাঃ পারুল বিবি
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: খোলাগাছী, পোষ্ট: হাটরা, থানা: মোহনপুর, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৩৭ জন্ম তারিখ ঃ ১২/১০/১৯৯৩ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৯-৫০৬৩৮২
জীবনের লক্ষ্য ঃ বাবা মাকে সারাজীবন সম্মান জানানো। এছাড়া বিভিন্ন অসহায় ব্যক্তির পাশ্বে দাড়ানো
প্রিয় উক্তি ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুল্লাহ
প্রিয় সখ ঃ ক্রিকেট খেলা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ মুক্তারুন নেসা
পিতার নাম ঃ মোঃ মমতাজ হোসেন
মাতার নাম ঃ সামসুন নাহার
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: তেরখাদিয়া উত্তরা পাড়া, পোষ্ট: , থানা: রাজপাড়া , জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০০৮ জন্ম তারিখ ঃ ০২/১২/১৯৯৩ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৭-৮৬৯২১৪
জীবনের লক্ষ্য ঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ "পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়"
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমণ করা ও গল্প করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ আমার জন্মের দীর্ঘ ১১ বছর পর যেদিন আমার ছোট ভাই প্রথম পৃথিবীতে এলো ঠিক সেই সময়টা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত
ইমেইল আই.ডি ঃ pakhirc10@gmail.com

নাম ঃ মোঃ শফিউল ইসলাম
পিতার নাম ঃ মোঃ আনিছুর রহমান
মাতার নাম ঃ মোছাঃ শাহানারা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: করজগ্রাম, পোষ্ট: খাঁন পুকুর, থানা: রাণীনগর, জেলা: নওগাঁ
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৪৯ জন্ম তারিখ ঃ ১০/১০/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৭৯-৩২২১৬০
জীবনের লক্ষ্য ঃ প্রথম শ্রেণীর কর্মকত্তা হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ লাইলাহা ইল্লাহহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লা
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমন
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ কক্সেসবাজার ভ্রমণ
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ মোঃ শাহাদত হোসেন
পিতার নাম ঃ মোঃ মোজাহার আলী
মাতার নাম ঃ মোসাঃ পান্না বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: শিবপুর, পোষ্ট: বানেশ্বর, থানা: চারঘাট, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৭২ জন্ম তারিখ ঃ ১২/১০/১৯৯১ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩১-৯৫০৩১৮, ০১৭৯৬-১৫৮৬৩১
জীবনের লক্ষ্য ঃ ভালো মানুষ হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ কথা কম কাজ বেশি
প্রিয় সখ ঃ গান শোনা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ ঘুমের মুহূত
ইমেইল আই.ডি ঃ hosenshahadat@gmail.com

নাম ঃ মোঃ জাহিদুল ইসলাম (জাহিদ)
পিতার নাম ঃ বদর উদ্দীন
মাতার নাম ঃ মোছাঃ জাহেদা
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: রক্ষিতপাড়া, পোষ্ট: হাট খুজিপুর, থানা: বাগমারা, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৪৪ জন্ম তারিখ ঃ ১১/১২/১৯৯৩ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৭-৮২৬৬৯৬
জীবনের লক্ষ্য ঃ মানুষের সেবা করা
প্রিয় উক্তি ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমণ করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম
পিতার নাম ঃ মোঃ সোহরাব আলী
মাতার নাম ঃ মোছাঃ সুরাইয়া বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: দেবীপুর, পোষ্ট: দূর্গাপুর, থানা: দূর্গাপুর, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৬৬ জন্ম তারিখ ঃ ০৪/১১/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৭-৮১৭০৬১
জীবনের লক্ষ্য ঃ মা ও বাবার স্বপ্ন পূরণ করা
প্রিয় উক্তি ঃ মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত
প্রিয় সখ ঃ
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ মোঃ আব্দুল লতিফ
পিতার নাম ঃ আব্দুল জব্বার
মাতার নাম ঃ মেহেরনেগা
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: করখন্ড, পোষ্ট: মাড়িয়া, থানা: বাগমারা, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৮৮ জন্ম তারিখ ঃ ০১/০১/১৯৯৩ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৭৩-৬৮৮২৪২
জীবনের লক্ষ্য ঃ সফল ব্যক্তি হিসাবে সমাজে প্রতিষ্টিত হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ আমরা দুর্ভাগ্যকে স্বাগত জানাই কারণ দুভাগ্যের পরই সৌভাগ্য আসে
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমন
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ গাজীপুর সাফারী পার্ক ভ্রমণ
ইমেইল আই.ডি ঃ mdabdullatif1993@gmail.com

নাম ঃ তনুশ্রী দাস
পিতার নাম ঃ শঙ্কর চন্দ্র দাস
মাতার নাম ঃ পূর্ণিমা দাস
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: নতুন বিলশিমলা, পোষ্ট: রাজশাহী কোর্ট, থানা: রাজপাড়া, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১১৬ জন্ম তারিখ ঃ ১৪/০২/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭২৭-১৪৪৪৭০
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিক্ষকতা
প্রিয় উক্তি ঃ Brevity is the soxl of veit
প্রিয় সখ ঃ গান শোনা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ স্কুল জীবন এর প্রথম দিন
ইমেইল আই.ডি ঃ somadas@gmail.com

নাম ঃ মোসাঃ ফাতিরা আহমেদ
পিতার নাম ঃ সুলতান আহমেদ
মাতার নাম ঃ মোসাঃ শাহনাজ পারভীন
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: , পোষ্ট: , থানা: , জেলা:
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৩৯ জন্ম তারিখ ঃ ১১/০২/১৯৯১ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৪-৫৪৫৮৫৪
জীবনের লক্ষ্য ঃ মানুষের সেবা করা
প্রিয় উক্তি ঃ মানুষ মানুষের জন্য
প্রিয় সখ ঃ রান্না করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ আমি নদীতে সাঁতার শিখতে গিয়ে নদীর স্রোতে কিছুদূর চলে যায় এবং সাঁতার না জানার কারনে পানি খাই। এটাই আমার স্মরনীয় মুহূর্ত।
ইমেইল আই.ডি ঃ fatiraahmed9839709@gmail.com

নাম ঃ ইতি খাতুন
পিতার নাম ঃ মোঃ মতিউর রহমান
মাতার নাম ঃ মোছাঃ আনোয়ারা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: কৃষ্ণপুর, পোষ্ট: গড়মাটি, থানা: বড়াইগ্রাম , জেলা: নাটোর
শ্রেণী রোল ঃ ৫০০৪ জন্ম তারিখ ঃ ০১/০১/১৯৯৩ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ AB- মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৮৭-২২৮৩৭০
জীবনের লক্ষ্য ঃ মানুষের সেবা করা
প্রিয় উক্তি ঃ পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমন
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ কলেজের প্রথম দিন
ইমেইল আই.ডি ঃ etikhatun@gmail.com

নাম ঃ মোঃ শামীম রেজা
পিতার নাম ঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম
মাতার নাম ঃ মোছাঃ মর্জিনা খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: রাজমান দহিখোলা, পোষ্ট: রাজমান বাজার, থানা: উল্লাপাড়া, জেলা: সিরাজগঞ্জ
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৬৫ জন্ম তারিখ ঃ ২০/১২/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ B+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৪৫-৯৬৪৬৯৫
জীবনের লক্ষ্য ঃ বি.সি.এস ক্যাডার এবং ভাল মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই
প্রিয় উক্তি ঃ বর্তমান পেক্ষিতে আমার প্রিয় উক্তি হলো টাকা যখন কথা কয়, সত্য তখন গোপন থাকে
প্রিয় সখ ঃ মানুষকে উপকার করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ আমার সবচেয়ে স্বরণীয় মুহর্ত হলো যখন এস.এস.সি তে গোল্ডেন এ+ পাই
ইমেইল আই.ডি ঃ shamimreza9839749@gmail.com

নাম ঃ মোসাঃ নাসরিন খাতুন
পিতার নাম ঃ মোঃ শুকুর উদ্দীন
মাতার নাম ঃ মোসাঃ সেরিনা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: , পোষ্ট: , থানা: , জেলা:
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৭৬ জন্ম তারিখ ঃ ১০/১১/১৯৯১ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৫৯-৫৮৪৭৬৫
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিক্ষকতা
প্রিয় উক্তি ঃ "আমি সারা জীবনে বিভিন্ন ধরনের ভুল থেকে সবকিছু শিখেছি। শুধু ভুল না করা শিখতে পারছিনা"
প্রিয় সখ ঃ বাগান ও রান্না করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ ২০০৪ সালের কথা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখছি প্রাইমারি স্কুলের ম্যাডাম দৌড়িয়ে এসে বলছে তুমি ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়েছো। এই ঘটনা খুব মনে পড়ে
ইমেইল আই.ডি ঃ nasrinkorim@gmail.com

নাম ঃ মামদুদুর রহমান (সাহিন)
পিতার নাম ঃ মৃত: জাইদুর রহমান
মাতার নাম ঃ সাখেনারা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: মকরমপুর, পোষ্ট: আলীনগর, থানা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাঁপাই নবাবগঞ্জ
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৭৫ জন্ম তারিখ ঃ ০৭/০৫/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৬৭-১৬২৩৬৫
জীবনের লক্ষ্য ঃ মায়ের স্বপ্ন পূরন করা
প্রিয় উক্তি ঃ Work hard in Silence and let success Make the noise
প্রিয় সখ ঃ ক্রিকেট খেলা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ হাইস্কুল জীবনের শেষ ক্লাস
ইমেইল আই.ডি ঃ shahin0705@gmail.com

নাম ঃ মোসাঃ মাসুমা খাতুন
পিতার নাম ঃ মোঃ হায়দার আলী
মাতার নাম ঃ মোসাঃ রহিমা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: পদ্মা আবাসিক, পোষ্ট: পদ্মা আবাসিক, থানা: বোয়ালিয়া, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৫৪ জন্ম তারিখ ঃ ১০/১০/১৯৯১ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ B+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৭-২৭২৫৫৯
জীবনের লক্ষ্য ঃ বি.সি.এস ক্যাডার হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ আপনার যা প্রয়োজন নেই তা যদি আপনি ক্রয় করেন তবে শীঘ্রই আপনার যা প্রয়োজন তা বিক্রি করতে হবে।
প্রিয় সখ ঃ গল্পের বই/উপন্যাস পড়া
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ যে দিন আমার এস.এস.সি এর ফল প্রকাশিত হয়
ইমেইল আই.ডি ঃ masuma9839715@gmail.com

নাম ঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজ
পিতার নাম ঃ মোঃ আমজাদ হোসেন
মাতার নাম ঃ মোসাঃ মানসুরা খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: সিপাইপাড়া, পোষ্ট: রাজশাহী কোর্ট, থানা: রাজপাড়া, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১১৫ জন্ম তারিখ ঃ ১৫/০৪/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৭-৩৪৫৯৮৯
জীবনের লক্ষ্য ঃ পৃথিবীতে আমার আগমনকে অর্থবহ করে তোলা
প্রিয় উক্তি ঃ সবাই তোমাকে কষ্ট দিবে। তোমাকে শুধু এমন একজনকে খুঁজে নিতে হবে যার কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারবে
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমন করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ স্কুলজীবনের শেষ দিন
ইমেইল আই.ডি ঃ rajnew789@yahoo.com

নাম ঃ সাদিয়া ইসলাম নিশা
পিতার নাম ঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম
মাতার নাম ঃ শাকিলা ইসলাম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: নতুন বিলসিমলা, পোষ্ট: রাজশাহী কোর্ট, থানা: রাজপাড়া, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১২৫ জন্ম তারিখ ঃ ১৩/০৯/০০০০ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৩-৭৬৪৭৬১
জীবনের লক্ষ্য ঃ বি.সি.এস ক্যাডার হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ যে ব্যক্তি নিজের সমালোচনা করতে পারে সেই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান
প্রিয় সখ ঃ বাগান করা ও ভ্রমণ করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ স্কুলের প্রথম দিন
ইমেইল আই.ডি ঃ sadiaislam1309@gmail.com

নাম ঃ সানজিদা সুলতানা (লাবনী)
পিতার নাম ঃ মোঃ আক্কাশ আলী
মাতার নাম ঃ রিজিয়া সুলতানা
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: বি-৩৮০/১, পোষ্ট: সপুরা, থানা: বোয়ালিয়া, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১২৮ জন্ম তারিখ ঃ ০১/০২/১৯৯৪ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭০৫-৯৯২৬৭৪
জীবনের লক্ষ্য ঃ অসহায় মানুষকে সাহায্য করা
প্রিয় উক্তি ঃ রূপে মানুষের চক্ষু জুড়ায় কিন্তু গুন হৃদয় জয় করে
প্রিয় সখ ঃ রান্না করা, ছবি আঁকা এবং ভ্রমন করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ রাজশাহী কলেজ zoology Department এ ভর্তি হওয়া
ইমেইল আই.ডি ঃ sanzida5128@gmail.com

নাম ঃ মোছাঃ নাজ মুন নাহার (রিমা)
পিতার নাম ঃ মোঃ কলিম উদ্দিন
মাতার নাম ঃ মোছাঃ নূরজাহান
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: দৌলতপুর, পোষ্ট: দৌলতপুর, থানা: দৌলতপুর , জেলা: কুষ্টিয়া
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৮৩ জন্ম তারিখ ঃ ৩১/১২/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ AB+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৬৫-৩১৭৫৫৪
জীবনের লক্ষ্য ঃ ফ্যাশান ডিজাইনার
প্রিয় উক্তি ঃ কোন কাজকে পারব না বলা
প্রিয় সখ ঃ গাছ লাগানো
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ ২০০৭ সালের নদীতে আমার স্বপ্নের গ্রামটা ভেঙ্গে যায়। সেটা হলে এখানো খারাপ লাগে
ইমেইল আই.ডি ঃ najmunnahar5005e@gmail.com

নাম ঃ মোসাঃ ইসরাত জাহান
পিতার নাম ঃ মোঃ এনামুল হক
মাতার নাম ঃ মোসাঃ সাবেরা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: মোক্তারপুর, পোষ্ট: মোক্তারপুর, থানা: চারঘাট, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৯৭ জন্ম তারিখ ঃ ২৫/১১/১৯৯১ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ B+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৯৭-২৭৩৮৭৯
জীবনের লক্ষ্য ঃ প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে নিজেকে সৎ ও যোগ্য হিসাবে নিয়োজিত করা
প্রিয় উক্তি ঃ সত্য সব সময় সুন্দর
প্রিয় সখ ঃ হস্ত শিল্পের বিভিন্ন কাজ শেখা ও তৈরি করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ ২০১৫ সালে ৩য় বর্ষে পড়া কালিন সময়ে এক মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় আমি গুরুতর আহত হই
ইমেইল আই.ডি ঃ israt01082014@gmail.com

নাম ঃ মাসুমা সিদ্দিকা লিমা
পিতার নাম ঃ লিয়াকত আলী মাহমুদ
মাতার নাম ঃ মোসলেমা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: হেতেম খাঁ, পোষ্ট: রাজশাহী কোর্ট, থানা: বোয়ালিয়া, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৭৩ জন্ম তারিখ ঃ ০৯/০৯/১৯৯০ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৫২১-৩০০১১৩, ০১৭১৪-৯৭৩১৭৪
জীবনের লক্ষ্য ঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ আমি কোন সিংহ বাহিনীকে ভয় পায় না, যার নেতৃত্বে একটা ভেড়া থাকে, আমি ভয় পায় একটা ভেড়ার বাহিনীকে যার নেতৃত্বে একটা সিংহ থাকে
প্রিয় সখ ঃ রান্না করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ একদিন বিকেলে সবুজ আবরনের মাঝে সোনালী হরফে লেখা পকেট কোরআন শরীফ পাওয়া
ইমেইল আই.ডি ঃ saifulgopalpur1980@yahoo.com

নাম ঃ শারাবান তোহুরা
পিতার নাম ঃ মোঃ শাহ্জাহান আলী
মাতার নাম ঃ মর্জিনা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: মোল্লাপাড়া, পোষ্ট: রাজশাহী কোর্ট, থানা: রাজপাড়া, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৫১ জন্ম তারিখ ঃ ২৬/০৮/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৯৮-১১৩৫৩৮
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিক্ষকতা
প্রিয় উক্তি ঃ শিক্ষিত হলেই মানুষ হওয়া যায় না, মানুষ হতে মানুষত্ব লাগে
প্রিয় সখ ঃ বই পড়া, বাগান করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ স্কুল জীবনের শেষ দিন
ইমেইল আই.ডি ঃ saraban.bd@gmail.com

নাম ঃ অনামিকা কর্মকার
পিতার নাম ঃ সুবল চন্দ্র কর্মকার
মাতার নাম ঃ অন্তলী রাণী কর্মকার
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: তালাইমারী, পোষ্ট: কাজলা, থানা: বোয়ালিয়া , জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১২০ জন্ম তারিখ ঃ ২২/০৯/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ AB+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৯৫৩-৭৪৮২৪৫
জীবনের লক্ষ্য ঃ আর্ত মানবতার সেবার কাজ করা
প্রিয় উক্তি ঃ বুদ্ধিমানেরা প্রশ্ন করে আর বোকারা করে তর্ক
প্রিয় সখ ঃ বই পড়া, গান শোনা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ এস.এস.সি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন
ইমেইল আই.ডি ঃ kormokaranamika@gmail.com

নাম ঃ মোসাঃ শারমিন খাতুন
পিতার নাম ঃ মোঃ মাইনুল ইসলাম
মাতার নাম ঃ জয়নব বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: কাকন হাট, পোষ্ট: কাকন হাট , থানা: গোদাগাড়ী , জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৩৩ জন্ম তারিখ ঃ ০১/০৭/১৯৯০ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭২৪-৬৬৮২৭১
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিক্ষাকতা
প্রিয় উক্তি ঃ মানুষ মৃত্যু থেকে পালানোর চেষ্টা করে কিন্তু সে ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছে
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমণ করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ স্কুল জীবনের শেষ দিন
ইমেইল আই.ডি ঃ sharminkhatun56@yahoo.com

নাম ঃ মোসাঃ রাজিয়া খাতুন
পিতার নাম ঃ মৃত আঃ আজিজ
মাতার নাম ঃ মোছাঃ জরিনা বেওয়া
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: চকমহব্বতপুর, পোষ্ট: , থানা: বাগমারা, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০১২ জন্ম তারিখ ঃ ২৮/০৬/০০০০ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৪৪-৭৮৯২১২
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিক্ষিকা হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ যে সহে, সে রহে
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমন
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ বাবার মৃত্যুর দিন ২৫ শে জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ সাল
ইমেইল আই.ডি ঃ rajiya@yahoo.com

নাম ঃ রেশমা খানম
পিতার নাম ঃ মোঃ আব্দুল আজিজ খাঁন
মাতার নাম ঃ শিরিনা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: মিশ্রিপাড়া, পোষ্ট: ফয়ারামপুর, থানা: বাগাতিপাড়া, জেলা: নাটোর
শ্রেণী রোল ঃ ৫০০২ জন্ম তারিখ ঃ ১৬/০১/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ B+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৪০-০৭৩২১৭
জীবনের লক্ষ্য ঃ আমি একজন আদর্শবান শিক্ষিকা হতে চাই
প্রিয় উক্তি ঃ মানব জীবন হলো অপেক্ষার জীবন
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমন
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ সাফারী পার্ক ঘুরতে যাওয়া
ইমেইল আই.ডি ঃ saddamhossain451990@gmail.com

নাম ঃ মোছাঃ শাহানাজ পারভীন
পিতার নাম ঃ মোঃ সেকেন্দার আলী
মাতার নাম ঃ মোছাঃ শাহিদা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: দয়ারামপুর, পোষ্ট: , থানা: বাগাতিপাড়া , জেলা: নাটোর
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৫৪ জন্ম তারিখ ঃ ১৪/১১/১৯৯৩ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ B+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৬২-৮৪৩১১৪
জীবনের লক্ষ্য ঃ ব্যাংকার
প্রিয় উক্তি ঃ আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদের একটা শিক্ষিত জাতি উপহার দিব
প্রিয় সখ ঃ আকাশ ভ্রমন
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ ছোটবেলা একবার হারিয়ে গিয়েছিলাম যেটা মনে হলে এখানো আমার হাসি পায়
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ সানজিদা খাতুন
পিতার নাম ঃ মোঃ নূরুল হক
মাতার নাম ঃ মোসাঃ সুফিয়া বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: বাকীবেগপুর, পোষ্ট: বৃ-পাথুরিয়া, থানা: গুরুদাসপুর, জেলা: নাটোর
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৬৮ জন্ম তারিখ ঃ ০২/০৭/১৯৯১ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৫১৭-১৮০০০৬
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিক্ষকতা
প্রিয় উক্তি ঃ ধৈর্য্য, সহমর্মীতা ও মনুষ্যত্ববোধ মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ
প্রিয় সখ ঃ গান শোনা, হাতের কাজ (শৌখিন)
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ স্মরনীয় মুহূর্ত অনেক আছে। তার মধ্যে, আমার আপুর মৃত্যু (২৫ জুলাই ২০০৪ইং) আপুকে খুব মনে পড়ে
ইমেইল আই.ডি ঃ sanjidahaque680@gmail.com

নাম ঃ তানমীম তিথি
পিতার নাম ঃ মোঃ হাবিবুর রহমান
মাতার নাম ঃ মোসাঃ উম্মে সালমা
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: হড়গ্রাম নতুন পাড়া, পোষ্ট: রাজশাহী কোর্ট, থানা: রাজপাড়া, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৫১ জন্ম তারিখ ঃ ০৪/০৯/০০০০ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৪৪-৫৯৫৯১২
জীবনের লক্ষ্য ঃ ম্যাজিস্ট্রেট
প্রিয় উক্তি ঃ স্বপ্ন সেটা নয় যেটা তুমি ঘুমিয়ে দেখ, স্বপ্ন সেটা যেটা তোমাকে ঘুমাতে দেয়না
প্রিয় সখ ঃ বাগান করা ও পশুপাখি পালন করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ সাফারি পার্কে ভ্রমন
ইমেইল আই.ডি ঃ tanmim.tithi@yahoo.com

নাম ঃ ঝর্না ঠাকুর
পিতার নাম ঃ তপন ঠাকুর
মাতার নাম ঃ কৃষ্ণা ঠাকুর
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: মোহনপুর, পোষ্ট: , থানা: , জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১২৬ জন্ম তারিখ ঃ ০৩/০৫/১৯৯৩ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭০৬-৮২৫৭৯৯
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিক্ষকতা
প্রিয় উক্তি ঃ "ভালোলাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধন"
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমন করা, বই পড়া
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ
ইমেইল আই.ডি ঃ jharnathakur@gmail.com

নাম ঃ মোঃ জামাল উদ্দিন
পিতার নাম ঃ মোঃ আঃ কাদের প্রামানিক
মাতার নাম ঃ মোছাঃ রাজিয়া বিবি
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: ঔজাল খলসী, পোষ্ট: ঔজাল খলসী, থানা: দূর্গাপুর , জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০২৩ জন্ম তারিখ ঃ ২১/১১/১৯৯৩ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ B+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৮-৪০৬০১৪
জীবনের লক্ষ্য ঃ প্রথম শ্রেণী কর্মকর্তা
প্রিয় উক্তি ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ)
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমন
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ প্রথম দিনের নামাজের মূহুর্ত
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ মোঃ সাকির হোসেন
পিতার নাম ঃ মোঃ জলিলুর রহমান দেওয়ান
মাতার নাম ঃ শরিফা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: বাদইল, পোষ্ট: উজাল খলসী, থানা: দূর্গাপুর, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ০০০০ জন্ম তারিখ ঃ ০০/০০/০০০০ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ + মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৩-৭৩৮৬৮৯
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিল্পপতি হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ সততা ও পরিশ্রমকে পুঁজি করে শূন্য থেকে শিখরে উঠতে চাই
প্রিয় সখ ঃ
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ ২০১২ সালের ৩রা জানুয়ারী আমার জীবনে ঘটে যাওয়া এক সড়ক দূর্ঘটনা আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরনীয় মুহূর্ত
ইমেইল আই.ডি ঃ hossensakir2010@gmail.com

নাম ঃ মোসাঃ শামসুন নাহার
পিতার নাম ঃ শীশ মোহাম্মাদ
মাতার নাম ঃ মোসাঃ ইসমাত আরা
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: হাটবাকইল, পোষ্ট: হাটবাকইল, থানা: নাচোল, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৬১ জন্ম তারিখ ঃ ১৩/০৩/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৭৩-৭৭৫৪৫৯
জীবনের লক্ষ্য ঃ
প্রিয় উক্তি ঃ হাসতে হারাবে কাঁদতে মিলবে না
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমণ করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ কলেজের প্রথম দিন
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ রাজু আহমেদ
পিতার নাম ঃ মোঃ আলতাফ হোসেন
মাতার নাম ঃ সখিনা বিবি
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: কাশিপুর, পোষ্ট: বেলঘরিয়া, থানা: দুর্গাপুর, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১১৪ জন্ম তারিখ ঃ ০৯/০৩/১৯৯১ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ B+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭২৩-৭১৪৭৮০
জীবনের লক্ষ্য ঃ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ জীবনটা আসলেই অনেক সুন্দর! এতো বেশী সুন্দর যে মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমণ
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ
ইমেইল আই.ডি ঃ razuahmed424@gmail.com

নাম ঃ রাশেদুল ইসলাম
পিতার নাম ঃ আব্দুর রউফ মন্ডল
মাতার নাম ঃ রেহেনা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: পোল্লাকুড়ি, পোষ্ট: , থানা: মোহনপুর , জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৪১ জন্ম তারিখ ঃ ০১/০৬/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ AB+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৭-৯৫১১৬৯
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিক্ষকতা
প্রিয় উক্তি ঃ রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমণ
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ সাফারী পার্ক ভ্রমণ
ইমেইল আই.ডি ঃ vashedulislam98396910@@gmail.com

নাম ঃ মোঃ মামুনুর রশিদ
পিতার নাম ঃ মোঃ চাঁন মিয়া
মাতার নাম ঃ মমতাজ বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: ফুলবাড়ী, পোষ্ট: , থানা: পুঠিয়া, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৩৫ জন্ম তারিখ ঃ ২৫/০২/১৯৯৩ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ B+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩৮২৪৩৮৯৯
জীবনের লক্ষ্য ঃ ব্যাংকার
প্রিয় উক্তি ঃ নিজের অজ্ঞতা কে জানায় প্রকৃতি শিক্ষা
প্রিয় সখ ঃ ফুটবল খেলা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ ২০১৪ সালে আর্জেন্টিনা হেরে যাওয়া
ইমেইল আই.ডি ঃ mamaunrashid9839746@gmail.com

নাম ঃ মোসাঃ সোনিয়া আক্তার
পিতার নাম ঃ মোঃ আব্দুল মতিন
মাতার নাম ঃ মোসাঃ সোনালী বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: খোজাপুর, পোষ্ট: বিনোদপুর, থানা: মতিহার, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১১৯ জন্ম তারিখ ঃ ১০/১১/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৯৪৫-৮৯২৭০৯
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিক্ষিকা হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমণ করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ কলকাতা ভ্রমণ
ইমেইল আই.ডি ঃ fbid_saniaafin@gmail.com

নাম ঃ শিল্পী
পিতার নাম ঃ মোঃ আঃ লতিফ
মাতার নাম ঃ সাহিদা
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: দামনাশ, পোষ্ট: হাটদামনাশ, থানা: বাগমারা, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১০৭ জন্ম তারিখ ঃ ১২/১০/১৯৯১ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৬৩-১১০২৪১
জীবনের লক্ষ্য ঃ
প্রিয় উক্তি ঃ
প্রিয় সখ ঃ ঘুরে বেড়ানো
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ মোঃ কিমিয়ায়ে শাহাদাত (আজম)
পিতার নাম ঃ মৃত আব্দুল হামিদ
মাতার নাম ঃ মোছাঃ সেতারা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: বেগুনবাড়ী, পোষ্ট: বাংগাবাড়ী, থানা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ
শ্রেণী রোল ঃ ৫১১৮ জন্ম তারিখ ঃ ১১/১২/১৯৯১ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৬৩-২৪৭৯৬১
জীবনের লক্ষ্য ঃ আদর্শ শিক্ষক
প্রিয় উক্তি ঃ "মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেটা দেখে সেটা স্বপ্ননয়, স্বপ্ন সেটা যা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না"
প্রিয় সখ ঃ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও বাগান করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ ৪র্থ বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষার দিন
ইমেইল আই.ডি ঃ kasjom@gmail.com

নাম ঃ আরিফা আক্তার
পিতার নাম ঃ আশরাফুল ইসলাম
মাতার নাম ঃ কাজল রেখা
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: বর্ণালী, পোষ্ট: , থানা: বোয়ালিয়া, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০১৪ জন্ম তারিখ ঃ ১২/১০/১৯৯৩ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৪১-৬২৩৮০৯
জীবনের লক্ষ্য ঃ ব্যাংকে চাকুরি করা
প্রিয় উক্তি ঃ পরাজয় মানে সমাপ্তি নয় যাত্রা পথ একটু দীর্ঘ হয় মাত্র
প্রিয় সখ ঃ বই পড়া
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ প্রথম যখন অনার্স ভর্তি হই
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ মোঃ একরামুল হাসান
পিতার নাম ঃ মোঃ বেলাল হোসেন
মাতার নাম ঃ দেলোয়ারা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: কেশবপুর, পোষ্ট: চক্আতিথা , থানা: নওগাঁ, জেলা: নওগাঁ
শ্রেণী রোল ঃ ৫১১২ জন্ম তারিখ ঃ ০৫/০৬/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৪৬-৮৯৭২৩৫
জীবনের লক্ষ্য ঃ সরকারী কর্মকতা
প্রিয় উক্তি ঃ বাঁচতে হলে, জানতে হবে
প্রিয় সখ ঃ বই পড়া
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ ইন্ডিয়া ভ্রমণ
ইমেইল আই.ডি ঃ akramulhasan26@gmail.com

নাম ঃ মোঃ আবুল কাজেম
পিতার নাম ঃ মোঃ আব্দুর রশীদ
মাতার নাম ঃ সাজেদা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: গাল্লা, পোষ্ট: বহরইল, থানা: তানোর, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১০৪ জন্ম তারিখ ঃ ০৬/০৪/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭২৩-২৬৬৫২৭
জীবনের লক্ষ্য ঃ সরকারি কর্মকতা
প্রিয় উক্তি ঃ "যে জীবন সৎকাজে ব্যয়িত হয় না, তাকে কিছুতেই শিষ্ট বলা চলে না"
প্রিয় সখ ঃ মাছ ধরা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ যমুনা রিসোর্ট পরিদর্শন
ইমেইল আই.ডি ঃ aboulkazem9839698@gmail.com

নাম ঃ শবনম মোস্তারী
পিতার নাম ঃ রফিজ উদ্দীন আহম্মেদ
মাতার নাম ঃ ওয়াহেদা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: দঃ দামোদরপুর, পোষ্ট: কটিলাহাট, থানা: বিরামপুর , জেলা: দিনাজপুর
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৬২ জন্ম তারিখ ঃ ১৬/১০/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৫১-২৬৮২৯৬
জীবনের লক্ষ্য ঃ আদর্শ শিক্ষক হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ জীবনে সবকিছু মনের মত মেলেনা, মানিয়ে নিতে হয় মেনে নিলে দেখবে একদিন ঠিক সুখ ফিরেপাবে
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমণ করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ প্রথম নৌকা ভ্রমণ
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ আলীমুর্তজা বিন মুনসুর
পিতার নাম ঃ মোঃ মুনসুর রহমান
মাতার নাম ঃ মোসাঃ হেলেনা আক্তার
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: জোতকাদিরপুর, পোষ্ট: কিশোরপুর, থানা: বাঘা, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০০৩ জন্ম তারিখ ঃ ০০/০০/০০০০ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭২২-৬৩৬৬৯৫
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিক্ষকতা
প্রিয় উক্তি ঃ নফস হলো প্রবৃত্তির পূজারী, কর্মবিমুখ পাপাচারে আসক্ত, যদি তাকে বাধ্যকর, তাহলে সে দুর্বল হয়ে পড়বে আর যদি ছেড়ে দাও তবে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।
প্রিয় সখ ঃ মানুষের উপকার করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ন হবার ক্ষণ
ইমেইল আই.ডি ঃ mortoza.munsur@gmail.com

নাম ঃ মোঃ তাকির হোসেন
পিতার নাম ঃ মোঃ মোকসেদ আলী
মাতার নাম ঃ রাশেদা বিবি
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: করিশা, পোষ্ট: ধোপাঘাটা, থানা: মোহনপুর , জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৯৪ জন্ম তারিখ ঃ ২৫/১০/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ AB+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৫৭-৮৪৬২৫৩
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিক্ষকতা
প্রিয় উক্তি ঃ "আমি সারা জীবনে বিভিন্ন ধরনের ভুল থেকে সবকিছু শিখেছি। শুধু ভুল না করা শিখতে পারছিনা"
প্রিয় সখ ঃ বাগান ও রান্না করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ মোঃ তরিকুল ইসলাম
পিতার নাম ঃ মোঃ কামাল উদ্দীন
মাতার নাম ঃ মোছাঃ শামসুন নাহার
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: ঈশ্বরপুরগঞ্জ, পোষ্ট: গোমাস্তাপুর, থানা: গোমাস্তাপুর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ
শ্রেণী রোল ঃ ৫০২৫ জন্ম তারিখ ঃ ২৫/১১/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৪৫-৬১৪৪৮২
জীবনের লক্ষ্য ঃ সরকারী চাকুরী
প্রিয় উক্তি ঃ
প্রিয় সখ ঃ ঘুরে বেড়ানো
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ মোছাঃ রোমানা ইয়াসমিন
পিতার নাম ঃ মৃত এহেসান আলী
মাতার নাম ঃ নিলুফা বেওয়া
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: আলিমগঞ্জ, পোষ্ট: , থানা: পবা , জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৪৮ জন্ম তারিখ ঃ ০০/০০/০০০০ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ AB+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৯৮-৩৫২১০২
জীবনের লক্ষ্য ঃ আদর্শ শিক্ষক হওয়া
প্রিয় উক্তি ঃ জীবনে সবকিছু মনের মত মেলেনা, মানিয়ে নিতে হয় মেনে নিলে দেখবে একদিন ঠিক সুখ ফিরেপাবে
প্রিয় সখ ঃ ভ্রমণ করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ প্রথম নৌকা ভ্রমণ
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ রাকিবা ফেরদৌস
পিতার নাম ঃ আব্দুর রাজ্জাক
মাতার নাম ঃ মোসাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: হড়গ্রাম, পোষ্ট: রাজশাহী কোর্ট, থানা: রাজপাড়া, জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫১৭২ জন্ম তারিখ ঃ ০০/০০/০০০০ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৮৮-১০৮৭৭০
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিক্ষকতা
প্রিয় উক্তি ঃ
প্রিয় সখ ঃ মানুষের উপকার করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ
ইমেইল আই.ডি ঃ

নাম ঃ ইসমাত জেনিত
পিতার নাম ঃ আব্দুল জব্বার
মাতার নাম ঃ হাবিবা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম: লক্ষীপুর ভাটাপাড়া, পোষ্ট: , থানা: রাজপাড়া , জেলা: রাজশাহী
শ্রেণী রোল ঃ ৫০৪০ জন্ম তারিখ ঃ ২২/১২/১৯৯২ ইং
রক্তের গ্রুপ ঃ B+ মোবাইল নম্বরঃ ০১৯২২-২৭৫৫০৮
জীবনের লক্ষ্য ঃ শিক্ষক হতে চাই
প্রিয় উক্তি ঃ চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ
প্রিয় সখ ঃ বাগান করা
স্মারণীয় মুহূর্ত ঃ
ইমেইল আই.ডি ঃ

[redacted]

অতলে

ড. নাসিমা ইয়াসমিন চৌধুরী

আসওয়াদ সাহেব দেখলেন, রেলস্টেশনের সামনে যে চওড়া রাস্তাটা সব সময় ব্যাতিব্যস্ত থাকে সেই রাস্তার ডিভাইডারের উপরে মনু পা দুটো ছড়িয়ে বসে আছে। পরনের জামা কাপড় ময়লা। ধুলো লেগে গিয়েছে। এখনো মাথা ভর্তি চুল। চুলগুলো উসখো খুসকো। কে যেন একটা বনরুটি দিয়েছে তাই ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছে। ডিভাইডার গুলোতে প্রতিদিন পানি দেওয়া হয়, ফুল ফোটে গাছগুলোতে, শহরের শোভা বর্ধন করে। কখনো কখনো মালি এসে ছেঁটে দিয়ে যায় গাছগুলো। কখনো বা চোখে পড়ে মাটি খুঁড়ে গাছ লাগানোর দৃশ্য অথবা গাছগুলোর দুইপাশে যে বেড়া দেওয়া আছে তা পরিবর্তে-নর দৃশ্য। কখনো সেগুলো বাঁশ ভেবে ভ্রম হয়। কখনো স্টিল দিয়ে বেড়া দেওয়া হয়, কখনো বা সিমেন্ট দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। থামের উপরে রাত্রিতে জ্বলে রং বেরং এর চায়না বাতি। মনুর তাতে কিছু যায় আসে না। সে ওসব কিছুই দেখছে না। পড়ন্ত বিকেলে এই সুশোভিত অথচ ব্যস্ত রাস্তায় মনুকে দেখতে পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রিক্সা থেকে লাফ দিয়ে নেমে কাছে এসে আসওয়াদ সাহেব বললে, "মনু, মনু চল, বাড়ি চল।"

মনু কিছু বুঝল কি বুঝল না তা বোঝা গেল না, কোন শব্দ না করে আসওয়াদ সাহেবের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটি ধরে উঠে দাঁড়াল এবং পাশে দাঁড় করানো রিক্সাটিতে উঠে পড়ল। মনু পাউরুটি চিবুচ্ছে কিন্তু ভাবলেশহীন। খাচ্ছে কি খাচ্ছে না সে নিজেও বুঝতে পারছে না। আসওয়াদ সাহেব ওকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন যেন ও রিক্সা থেকে হঠাৎ করে পড়ে না যায়। জিজ্ঞেস করলেন, "মনু ভাল আছিস? পানি খাবি? কখন বাইরে এলি? আমাকে বললেই আমি নিয়ে আসতাম।"

মনু কোন কথাই বলল না। মনে হল অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত হল, "আমি পাশ করেছি।"

ওর এই নীরবতা, নির্বাক নির্বোধ চাহুনি আমাকে কখনও স্বস্তি পেতে দেয় না। নিজেকে প্রবল ভাবে অপরাধী মনে হয়। দোষারোপ করব কাকে? দৃষ্টি ভঙ্গির প্রসারতা বিহীন কোন এক নরখাদকের পিপাসার বলি এই মনু যার আজ আর কোন মাথা ব্যথা নেই কিন্তু আজও আমি নিজের মধ্যে বয়ে চলেছি ভয়াবহ কঠিন এক যন্ত্রনা।

আসওয়াদ সাহেব আর মনুর বাড়ী একই গলির ভেতরে, শহরের একই পাড়ায়। আসওয়াদ ব্যাংকে চাকুরী করেন আর মনুর বাবা ছোট খাট ব্যবসা করেন। দুজনে দু টুকরো জমি কেনেন পাশাপাশি। তারা ভাল প্রতিবেশী।

যখন আসওয়াদ বেগ আর জিল্লুর রহমান একই সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করে গ্রাম থেকে শহরের কলেজে পড়তে আসে তখন তাদের চিন্তা ভাবনা ছিল একই ধরণের, আসওয়াদ অনেক ভাল রেজাল্ট করে কিন্তু জিল্লুর পারে না, তখনই সে সিদ্ধান্ত নেয় লেখাপড়া না করে অন্য কিছু করবে। যখন আসওয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তখন সে জুতা তৈরীর কারখানায় কাজ নেয়। দুই বৎসরের মধ্যে সে সব ধরণের কাজ শিখে যায়। চামড়া কেনা থেকে শুরু করে শেষ ফিনিসিং দেওয়া পর্যন্ত ও ধাপে ধাপে শেখে এবং সময় নিয়েই শেখে। এত সহজেই কাজ গুলো আয়ত্তে আনতে দেখে ওর মালিক পারদর্শিতার প্রশংসা করে ও ডিজাইনেও নতুনত্ব আনার চেষ্টা করে। দু একটি নমুনা দেখায় ওর মালিককে। ঈদের সময় এবং পুজার সময় ওগুলোর চাহিদা দেখা দেয় প্রচুর পরিমানে। বিপুল উৎসাহ নিয়ে সেগুলোর বিপণন শুরু হয়। মালিক অনেক লাভ করে। ওকে অনেক টাকা বকশিশ দেয়। নিজে কিছু করবে এমন চিন্তা তার মাথায় ঘুর ঘুর করতে থাকে। তার স্বপ্নের কথা একদিন ও ওর মালিককে জানায়। মালিক ওকে এতটাই ভালবাসত যে, এ কথা শুনে উনি বরং খুশী হন। উনি জিল্লুরকে টাকা পয়সা দিয়েও সাহায্য করতে চান আর বলেন, "জিল্লুর তোর ডিজাইনের চাহিদা অনেক। তুই প্রতি বছর আমার জন্য দুটো করে নতুন ডিজাইন করবি এতে তোরও উপকার হবে আমার ব্যবসাটাও ভাল চলবে।" জিল্লুর তার প্রতিশ্রুতি রেখেছিল যতদিন বেঁচে ছিল ও মালিকের ভালবাসাই অটুট বন্ধনে বেঁধে রেখেছিল দুজনকে ও নিজে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে ছোট একটি কারখানা গড়ে তোলে বছর বার ভালই চলল, বিয়েও করল জিল্লুর, লতিকাকে। ওদের ঘরে আসে তিন মেয়ে রুবি, রুমা, রুনি আর দুই ছেলে তনু ও মনু। মনু সকলের ছোট নাদুস নুদুস, আদুরে। ধীরে ধীরে যেমন ছেলে মেয়েরা বড় হতে থাকে, আয়ও বাড়তে থাকে। ছোট্ট কারখানা ধীরে ধীরে বড় হয়। চাহিদা বাড়তে থাকে ওর করা নতুন ডিজাইনের জুতা গুলোর। একটি ঘরে আর হয় না ও পাশেই আর একটি ঘর ভাড়া নেয়, টিনের ঘর। কর্মচারীর সংখ্যাও বেড়ে যায় পাঁচ জন থেকে আট জনে। যখন যে সময় পায় বাবার কারখানায় সময় দেয়। জিল্লুর কিন্তু সবাইকে লেখাপড়া করতে বলে।

সব সময়ই বলতে থাকে, "আমার ছেলে মেয়েরা ভাল চাকুরী করবে, এটাই আমার একমাত্র ইচ্ছে।"

প্রতিটি বিষয়ে সে পরামর্শ করে আসওয়াদের সঙ্গে। এর মধ্যে আসওয়াদ লেখাপড়া শেষ করে, ভাল চাকুরী পায় ব্যাংকে আর মজার ব্যাপার, ওরা জমি কিনে পাশাপাশি, গ্রামে যেমন তাদের বাসা পাশাপাশি। আসওয়াদ ব্যাংক লোন পান। আধুনিক একটি বাড়ি তৈরী করেন কিন্তু জিল্লুর বাসা বানান টিন সেড দিয়ে, তখন তার মন কারখানার দিকে, "লতিকা স্যান্ডেল" এবং তার স্যান্ডেলের সুনাম তখন শহর ছেড়ে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। পাঁচটি ঘরের দুইটিতে চলে জুতা তৈরীর কাজ। ভালই চলছিল সবকিছু।

কাজের অনেক চাপ। হঠাৎই একদিন জিল্লুর অসুস্থ হয়ে পড়ে। হাসপাতালে ভর্তি করা হল। ডাক্তার জানালেন জন্ডিস মারাত্মক আকার নিয়েছে। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হল না কিন্তু মাত্র ছয় মাসে বেঁচে ছিল জিল্লুর। বিপর্যয় নেমে এল ব্যবসায়। এক পর্যায়ে লতিকা ভাবে এভাবে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। রোজগারের ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। তখন তনুর বয়স মাত্র ১৬ বছর, রুবির ১৪, রুমার ১২, রুনির ১০ আর মনুর বয়স মাত্র ৯ বছর। শ্বশুর কিছু সাহায্য করতেন। মাঝে মাঝে লতিকার সংগ্রাম দেখে যেতেন। তনু ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল। মা ছেলে মিলে কোন রকমে কারখানা আবারো চালু করল। যেহেতু তনু আগে থেকেই অনেক কাজ বাবাকে সাহায্য করত তাই তার অসাধারণ দক্ষতায় সংসারের উন্নতি হতে শুরু করল। লতিকা রুবির বিয়ে দিলেন। রুমা, রুমিও তেমন ভাল করতে পারল না। তারা মাকে সাহায্য করে স্কুল কলেজে যায় কিন্তু ঐ নামে মাত্র।

ছোটবেলা থেকেই মনু লেখাপড়ায় মনযোগী। নিজের খেয়ালে সে পড়ালেখা করে, ছবি আঁকে। নিজে নিজেই আপন তালে খেলা করে। আসওয়াদের কোন সন্তান হয়নি অনেক দিন পর্যন্ত। অনেক পরে একটি সন্তান হয় মনুরই বয়সী। মনু আর তপন একই সঙ্গে বড় হতে থাকে। আসওয়াদ মনুকে এতটাই ভালবাসতেন যে মনু প্রায় সারাক্ষন তাদের বাসায় থাকত। তপনের খেলার সাথী ঐ মনু, এতে আসওয়াদের স্ত্রী, মালতিও ভীষণ খুশী। লতিকা আর মালতিও ঐ একই গ্রামের মেয়ে। আসওয়াদ দুজনের ব্যাপারেই খেয়াল রাখতেন যেন মনু লেখাপড়া করে মানুষের মত মানুষ হতে পারে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে আর মায়ের দুঃখ লাঘব করতে পারে।

তখন মনু আর তপনের আট বছর বয়স। একটি ছবি আঁকার প্রতিযোগীতা হবে। ওরা দুজনেই সিলেক্ট হল স্কুল থেকে। দুজনেই প্রতিযোগীতায় অংশ নেয়, একই বিষয়ের উপর ছবি আঁকে, মনু দ্বিতীয় পুরষ্কার পায়। তপনের আনন্দ দেখে কে? যেন ও নিজেই পুরষ্কারটি পেয়েছে। বাসায় এসে বাবাকে জানাল, "বাবা জান! ছবি এঁকে মনু প্রাইজ পেয়েছে, সেকেন্ড প্রাইজ। একটা সার্টিফিকেট, পাঁচশ টাকা আর একটা শিশুতোষ বই। আমি কিচ্ছু পাইনি।"

সারাবেলা প্রাইজ নিয়ে এ বাড়ি ও বাড়ি দেখিয়ে বেড়াল। দুজন মিলে বইটি পড়ে শেষ করে ফেললো আর সারাদিন ধরে জল্পনা-কল্পনা করল, ঐ টাকা দিয়ে দুজনে মিলে কি করবে? একবার ভাবল, অনেকগুলো চকলেট কিনবে, আইসক্রিম খাবে, ফুটবল কিনবে, দুটো ব্যাট কিনবে কিন্তু কোনটিই ঠিক মনে ধরে না। শেষ পর্যন্ত কিনেছিল, দুটি রোমাঞ্চকর ভ্রমন কাহিনী।

আসওয়াদ ওদের আবৃতি শেখাতেন। একদিন হাবুদের তাল পুকুরে বলতেই মনু বলে উঠল, "কাকু, হাবুদের তো পুকুর নেই, হাবু তো আমার বন্ধু।"
আসওয়াদ বললেন, "এই হাবুকে তুই চিনিস না, এ হাবু আমাদের গ্রামে থাকে। ওদের তাল পুকুর আছে।"
মনু জানতে চায়, "তাল পুকুর কি?"
আসওয়াদ জানালেন, "যে পুকুরের চারিদিকে তাল গাছ থাকে।"
মনু বলে, "তাল গাছ ওয়ালা পুকুর! আমি দেখবো।"
আসওয়াদ বলে, " এবারে বাড়ি গেলে সবাই মিলে এক সঙ্গে যাব। তখন দেখবি।"
মনু বলে, "কাকু ঠিক মনে থাকে যেন। আমরা সবাই মিলে গ্রামে যাব।"
প্রত্যেকটি বিষয়ে শত প্রশ্ন থাকত মনুর।
তপন যখন গান শিখত তখন মনুও পাশে বসে শুনতো। একদিন ওস্তাদ তপনকে শেখাচ্ছে আর সঙ্গে মনুও গাওয়া শুরু করল। মনুর গলা শুনে ওস্বাদ এত খুশী হলেন যে, উনি বলেই ফেললেন, "বাবা তুমি রোজ এস এ সময়।
তরপর থেকেই গান শিখত দুজনে, একই হারমোনিয়ামে। চর্চা হত তবলায় তাল লয়ের। মনু এত দ্রুত সব কিছু ধরে ফেলত যে, ওস্বাদজি একবার গেয়েই বলতেন, "নে তুলে নে।"
তপন মনুকে ভীষণ ভালবাসত যেন হরি হর। একই সঙ্গে খেলা, লেখাপড়া, স্কুলে যাওয়া। দুজনে যখন ক্লাস লাইনে পড়ে, তখন একদিন একটা গান গাইছিল মনু।
তপন জানতে চাইল, "এটা কার গান রে?"
মনু বলল, "আমি লিখেছি।"
তপন চিৎকার করে উঠল, "বাবা বাবা জান, মনু গান লিখেছে।"
"কাল মেয়ে কাঁদছে
যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে জল..."
মনুকে জড়িয়ে ধরে আসওয়াদের সে কি আদর! মালতিও ছুটে আসে ভেতর থেকে, "কি হয়েছে? কি হয়েছে?"
আবার ভেতরে গিয়ে মিষ্টি নিয়ে আসে মালতি। বলে, "নে মিষ্টি খা। তুই বড় হয়ে গান লিখবি, আমরা সে গান শুনব। কি ভাল যে লাগবে আমার!"
মনুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে দেয়।
স্যার যখন হোম টাস্ক দিতেন জ্যামিতির এক্সট্রা, মনু সহজেই সেগুলো সেরে ফেলত। তপনও পারত কিন্তু সব সময় মনুকে বলত, "দেখতো আমার গুলো ঠিক হয়েছে কি না।"
মনু বলত, "স্যারতো দেখবেই।"
তপন রেগে বলত, "তুই দেখে দিবি কি না বল।"
মনু বলত, "এটা ঠিক নয়। তুই ও যে ক্লাসে আমিও সে ক্লাসে। আমি কি তোর চেয়ে বেশী জানি!"
ইংরেজী, বাংলা, বিজ্ঞান বিষয়গুলো সবই ওরা এক সঙ্গে বসে পড়ত। এতে পড়াও হত দ্রুত আর মনেও থাকত বেশী। দুজনেই ছিল ভীষণ মনযোগী। একবার ক্লাস এইটে পেছন থেকে এক বন্ধু রনি কি যেন বলে, মনু শুনতে না পেয়ে পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করে। পেছন ফেরার অপরাধে স্যার মনুকে দাঁড় করিয়ে রাখে। পড়া ধরলে ওকে আটকানো যাবে না। ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রনি স্যারকে বলে, "আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাই ও পেছনে ফিরেছিল।"
স্যারের জবাব, "তাহলে তুইও দাঁড়িয়ে থাক।"
দুজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তপনও দাঁড়িয়ে যায়। তপনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ক্লাস শুদ্ধ দাঁড়িয়ে যায়। স্যার মুচকি হেঁসে বলেন, মনুকে তোরা ভালবাসিস আমি জানি কিন্তু তোরা কি জানিস আমিও মনুকে ভীষণ ভালবাসি। মনু ক্লাসে আমার কথা মিস করবে এ আমার সহ্য হয় বল? বস সবাই।"
নতুন উদ্যোমে পড়া শুরু হয়.....!
একবার ক্লাস টেনে ব্যবহারিক ক্লাসে সালফিউরিক এসিড ঢালায় সময় মনুর হাতে একটু সালফিউরিক এসিড পড়ে যায়। অমল স্যার ছুটে এসেছিলেন, "তাড়াতাড়ি জল দাও পোড়া যেন গভীরে না যায়।"
সে কি উগ্র মুর্তি স্যারের!
আসওয়াদ নিয়মিত তপনের জন্মদিন পালন করতেন। তপনের জন্মদিনে আসত ওদের স্কুলের বন্ধুরা আর আত্মীয় স্বজন আর মনুর জন্মদিনে আসত পাড়ার বন্ধুরা আর প্রতিবেশীরা। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, যেহেতু তপন আর মনু একই ক্লাসে একই স্কুলে পড়ে একই পাড়ায় পাশাপাশি থাকে তাই ওদের বন্ধু গুলো একই। তপনের ঠিক তিন মাস পর মনুর জন্মদিন তাই জন্মদিন পালন হত তিন মাসে দুইবার। উপহারগুলো ছিল সব দুজনের।
সকল প্রস্তুতি শেষ। দুজনেই এস.এস.সি. পরীক্ষা ভাল করেই দিল। তিন মাস পর রেজাল্ট হল। দেখা গেল পাঁচ বিষয়ে লেটার নিয়ে তপন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে আর মনু ফেল। কোথাও তার রোল নম্বর পাওয়া গেল না। রেজাল্ট দেখে বিস্মিত হল আসওয়াদ, পাড়া প্রতিবেশী সবাই।
আসওয়াদ বললেন, "নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে, এমনটি হতে পারে না। মনু, মন খারাপ করিস না। দরকার হলে আমি বোর্ড চ্যালেনজ করে দেখব ভুলটা কোথায়?"

মনুকে সান্তনা দেয় সবাই কিন্তু কোন কাজ হয় না। মনু কষ্ট পায় সে কষ্ট এতটাই যে মনু ঠিক মত কথা বলে না, খায় না, ঘুমায় না, এমন কি বাড়ির বাইরে বের হয় না। বার বার খোঁজ নেন আসওয়াদ কিন্তু মনু ধীরে ধীরে বাবলেশহীন হয়ে যেতে থাকে। উনি ভীষণ ভয় পেতে থাকেন ঐটুকু ছেলে কেমন করে যেন তাকায়! তিনি বুঝতে পারলেন, মনুর মানসিক চাপ কোন পর্যায়ে! শত চেষ্টা করেও তিনি কিছুই করতে পারলেন না। মনরোগ বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে মানসিক হাপাতাল সবখানেই দৌড়াদৌড়ি করলেন কিন্তু ডাক্তার জানালেন, তারা আশাবাদী কিন্তু সময় লাগবে।
মুনু বিড়বিড় করে শুধু বলে, "আমি পাশ করেছি।"
আসওয়াদের ছেলেটি দুবছর পর ভালভাবেই এইচ.এস.সি. পাশ করল এবং চেষ্টা করে একটি স্কলারশীপ পেয়ে যায় অস্ট্রেলিয়াতে। সেই থেকে সে সেখানেই থাকে। ঐ দেশী একটি মেয়ে বিয়ে করেছে। একটি মেয়ে হয়েছে। ঐ দেশের আদব কায়দার বড় হচ্ছে। তিন বছর পরপর কয়েকদিনের জন্য একবার করে দেশে আসে, কয়েকটা দিন বাড়ি মাতিয়ে রেখে চলে যায়। মনুর অভিব্যক্তি বদলে যায় তখন। আসওয়াদ মালতিও যায় দু বছর পর পর। আসওয়াদ বেশী দিন থাকতে পারে না, ব্যাংকের চাকুরী। তপন মাঝে মধ্যেই বলে, "বাবা, তোমরা এসে আমাদের সঙ্গে থেকো।"
আসওয়াদের মনে মাঝে মধ্যে উঁকি দেয়, অবসরে গেলে উনি গিয়ে থাকবেন ছেলের কাছে কিন্তু মালতি বলে দিয়েছে মনু, লতিকাকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। লতিকার সংসার নাতি, পুতিতে ভরপুর।
মনুকে কেন্দ্র করেই আজ মালতি বেঁচে আছেন, এখনও স্বপ্ন দেখেন, মনু একদিন ঠিক ভাল হয়ে যাবে। মনুরও বিয়ে দেবেন, নাতি নাতনি হবে। এখনও মনুর জন্য রান্না করেন, তুলে খাওয়ান, জন্মদিন পালন করেন, মনুর জন্য জামা কাপড় কিনে নিয়ে আসেন। মালতি বাজারে গেলে মনু বাজার গুলো ধরে নিয়ে মালতির পাশাপাশি হাঁটে, মালতির ঐটুকুতেই তৃপ্তি। মনু তো বদ্ধ উম্মাদ নয়, চিৎকার করে না, করো ক্ষতি করে না। প্রার্থনা করেন, মনু যেন একেবারে ভাল হয়ে যায়। লতিকাকে বলেন, "ভাবিস না ও একদিন সেরে উঠবে।"

তায়েফে একদিন

প্রঃ শামীম আরা বেগম, বিভাগীয় প্রধান

২০১৬ সালের জুলাই মাসের দুই তারিখ মক্কায় ২৭ রমযান ঠিক করলাম তায়েফ নগরী দেখতে যাব। ২০০২ সালে পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেছি। এইবার ২০১৬ রমযানে ওমরাহ হজ্বের জন্য পরিবার সহ মক্কা মদীনা যাওয়ার পরিকল্পনা করলাম এবং তা বাস্তবায়ন হলো আলহামদুলিল্লাহ। জুন-জুলাই মাস প্রচন্ড গরম আর ৪৫ থেকে ৪৭ ডিগ্রি তাপমাত্রা ঘরের বাইরে কিংবা মসজিদুল হারামের বাইরে দিনের বেলায় বের হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। যেই কথা সেই কাজ একটি ট্যাক্সি করে আমরা ৩ জন (আমি আমার স্বামী ও আমার ছোট মেয়ে) সকাল ৮টায় রওনা দিলাম। যেহেতু রোজার দিন তাই সাথে কোন খাবার বা পানি নেওয়ার প্রয়োজন হলো না। দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসার ইচ্ছা। তায়েফ মক্কা নগরী হতে প্রায় ৭০মাইল দূরে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৬০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। সম্পূর্ন পাথরের পর্বতময় আঁকাবাঁকা পথ। রাস্তার দুই পার্শ্বে বিশাল আকারের শুধু পাহাড় আর পাহাড়। সেই পাহাড়ে কোল ঘেষে সুন্দর মসৃণ পিচঢালা পথ। পথের দুইপার্শ্বে প্রাই ৩ফুট উঁচু করে রেলিং দেওয়া এবং সম্পূর্ণ যাওয়া আসার পথ ডিভাইডার দেওয়া। গাড়ী পাহাড়ের কিছুটা উচ্চতায় উঠতেই সৌদি ড্রাইভার মোস্তফা (বাংলা বলতে পারে) গাড়ীর এসি বন্ধ করে দিল। গাড়ী অনেক উঁচু দিয়ে চলছে। পরিবেশটা ঠান্ডা বাইরে নিচে তাকিয়ে দেখি আমরা এতো উপরে গেছি যে আর তাই নীচে পাহাড়ি পথটাকে কিছুটা অজগর সাপের মতো দেখতে মনে হচ্ছে। যত ভয়, যত এ্যাডভেঞ্চার ততই সুন্দর। অপূর্ব পাহাড়ের সৌন্দয্য দুই পার্শ্বে কোন গাছ ,কোন সবুজ নাই। শুধুই পাথর আর পাথর তবুও সুন্দর, যা না দেখলে বোঝা যায়না। নগরীর কাছাকাছি আসতেই সবুজের দেখা মিলল। তায়েফ নগরীতে পৌছে স্থানীয়দের থেকে জানলাম এখানে পুরো নগরীটি মাটির অর্থাৎ নগরীর যেখানেই মাটি খোঁড়া হোকনা কেন সেখানেই ১২ ফুট গভীর পর্যন্ত মাটি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ পাথরের পাহাড়ের ছাদটা যেন মাটি দিয়ে আবৃত। তাইতো এখানে সবধরণের ফসলই কমবেশী জন্মে। আলু খুব ভালো হয়। ওখানে ফল বলতে ত্বীন (ডুমুর) জয়তুন (ছোট জলপাই) ডালিম এমনকি ফনিমনসার ফলও খুব জন্মে। এই ফলগুলো ওদের খুব প্রিয় ফল। তায়েফ এখন অত্যাধুনিক নগরী। চমৎকার সাজানো গোছানো শহর। শহরে প্রবেশের আগে চোখে পড়ল পাহাড়ের কোলে চমৎকার সব স্থাপনা, রিসোর্ট, শিশু পার্ক আর অবকাশ যাপন কেন্দ্র।এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে যাওয়ার ক্যাবল কারও দেখতে পেলাম। ইতিহাস স্বাক্ষী এই পাহাড়ী বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের প্রিয় নবী রসুল (সা:) মক্কা থেকে তায়েফে এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং এই শহরেই তখনকার শহরবাসীদের নানা ধরনের নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল প্রিয় নবীকে। সেই পুরানো কথা মনে করে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। মক্কার উদ্দেশ্যে আবার রওনা হলাম। পথেই মিকাত (যেখান থেকে ওমরাহ করার জন্য ইহরাম বাঁধা হয়) আমরা ইহরাম বেঁধে নিলাম। আবার ফেরার পথে সেই পাহাড়ী আঁকাবাঁকা সাপের মতো পথ ধরে ফিরছি। হঠাৎ নির্জন এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে গায়ে রাস্তার রেলিংএ শতশত বানর দেখতে পেলাম। মেয়ে আমার ফটোগ্রাফ নিতে শুরু করলো। যাওয়া এবং আসার পথে অজস্র ছবি এবং তায়েফ নগরীর ছবি গুলোকে স্মৃতি করে দুপুর ৩টার দিকে মক্কায় ফিরে এলাম।

মনের কোণে

মোঃ ইলিয়াস কাঞ্চন

সকাল ৬.০০টা, জেরিনের ডাকে ঘুম ভাঙ্গে। ঘুম থেকে উঠতেই জেরিন বলে ভাইয়া আজকে না তোমার শেষ পরীক্ষা, ওঠো তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ সত্যিই তো আজ আমার অনার্স জীবনের শেষ পরীক্ষা, অর্থাৎ আজ আমার মৌখিক পরীক্ষা। ভাবতেই নিজের ভেতরে কেমন যেন একটা অনুভূতি খেলে গেল। আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা আজ আমি আনন্দিত নাকি দুঃখিত। অনার্স জীবনের শেষ পরীক্ষা মানে আমার গ্র্যাজুয়েশান শেষ সেদিক থেকে খুশি হবারই কথা। কিন্তু কেন যেন বুকের ভেতর একটা ব্যথা অনুভব করছি। একটু ভাবতেই ব্যথার কারণটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল.....

সেই ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পথ চলা শুরু রাজশাহী কলেজের সাথে। পথ চলতে চলতে এই কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা প্রিয় সহপাঠীবৃন্দ, বড় ও ছোট ভাই বোনেরা সবাই কতো যে আপন হয়ে গেছে তা বলে বোঝাতে পারবনা। অনার্স শেষ করে আমি বা আমার প্রিয় বন্ধুরা কে কোথায় ভর্তি হবে, কোথায় চলে যাবে কারো সাথে হয়তো আর কখনো দেখাই হবেনা, ভাবতেই নিজের অজান্তেই চোখের কোণটা ভিজে যায়।

শিক্ষার নগরী নামে খ্যাত রাজশাহী শহর। রাজশাহী যে শিক্ষা নগরী হিসেবে পরিচিত তার পেছনে রয়েছে এই রাজশাহী কলেজ। রাজশাহী কলেজের ইতিহাস অনেক বিস্তৃত। সেই ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল। অতঃপর এই স্কুলের ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার লক্ষে ১৮৭২ সালে দুবলহাটির রাজা হরনাথ রায় এর দানকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয় এই কলেজ। একজন মুসলিম সহ মোট চয় জন ছাত্র নিয়ে এখানে প্রথম এফ.এ কোর্স চালু হয়। ১৮৭৩ সালে ইহা ২য় শ্রেণী এবং ১৮৭৮ সালেই ইহা প্রথম শ্রেণীর কলেজ হিসেবে আন্তঃপ্রকাশ করে ও বি.এস কোর্সে পাঠদান শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতাই ১৮৯২ সাল থেকেই এখানে মাস্টার্স কোর্স এবং নানান বাধা বিপত্তি পেরিয়ে একটি একটি করে বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠা লাব করে প্রাণিবিদ্যা বিভাগ। প্রথমে এই বিভাগের সকল কার্যক্রম ১ম বিজ্ঞান ভবনে সম্পন্ন হতো। ১৯৯৬ সালে একাডেমিক ভবন প্রতিষ্ঠার পর এই ভবনের নিচতলায় স্থায়ী নিবাস হয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের। বর্তমানে এই বিভাগে দুটি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু আছে। কালের বিবর্তনে নানান চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে আজ রাজশাহী কলেজ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কলেজ এবং আমাদের প্রিয় ড. মো: রবিউল আলম স্যার বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এর মর্যাদা লাভ করেছেন।

এক দুই করতে করতে আজ প্রায় অর্ধযুগ সময় কাটিয়েছি এই কলেজে্ এই কলেজে কাটানো প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহুর্ত মনের কোণে স্মৃতি হয়ে রবে আজীবন। কলেজের শ্রেণী কক্ষে, মাঠে, ক্যান্টিনে এবং পদ্মার পাড়ে বসে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো কাটিয়েছি। ক্লাস ছাড়াও কলেজের ওরিয়েন্টেশন, নবীনবরন, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ, বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতা সহ নানান অনুষ্ঠানে শিক্ষক, সহপাঠী এবং বিভাগের ছোট বড় সকল ছাত্র ছাত্রীরা মিলে যে আনন্দময় সময় পার করেছি সেই স্মৃতি গুলোই হয়তো আগামী দিনে জীবন যুদ্ধের সময় গুলোতে ঠোঁটের কোনে ফুটে উঠবে এক চিলতে হাসি।

সাল ২০১২, ১ম বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। ব্যবহারিক পরীক্ষার আগে ১ম বর্ষের কোর্স তত্ত্বাবধাকয়ক আব্দুল মজিদ প্রাং স্যার ও নুরুন নাহার জাকিরা ম্যাডাম জানায় তোমাদের একটি শিক্ষা-সফর করতে হবে। সবার চাওয়া দূরে কোথাও একটি ভ্রমণ করার। কিন্তু স্যার ম্যাডাম বললেন, তোমাদের পরীক্ষা খুব নিকটে তাই দূরে যাওয়া যাবে না। অতএব আমরা রাজশাহী কেন্দ্রীয় উদ্যান শিক্ষা সফর সম্পন্ন করলাম। রাজশাহীর ভেতরে চিরচেনা জায়গায় গিয়েও যে এতো মজা পাওয়া যায় সেই সফরেই প্রথম বুঝলাম। এরপরে ২য় বর্ষে উঠে ১০-০৬-২০১৪ তারিখে বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর শামীম আরা বেগমের অনুমতি সাপেক্ষে কোর্স তত্ত্বাবধায়ক আশরাফুন নেসা ও নুরুন নাহার জাকিরা ম্যাডাম এর সার্বিক তত্ত্যাবধ্যনে আমরা পুঠিয়া রাজবাড়ী, নাটোর বঙ্গজল ও দিয়াপতিয়া রাজবাড়ী তে শিক্ষা সফর করি। এই সফরে আমাদেরসাথে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ড. মোঃ রবিউল আলম স্যার ছিলেন। এরপর ৩য় বর্ষে উঠি সবার মনে ইচ্ছা আমরা কক্সবাজার ভ্রমনে যাব, কিন্তু ভাগ্য আমাদের সহায় হলো না। দেশের অস্থিতিকর অবস্থার কারনে ২১-০৮-২০১৫ তারিখে কোর্স তত্ত্বাবধায়ক ড. রীনা রানী দাস ও আফরোজা বানু ম্যাডাম আমদের নিয়ে আবারো সেই রাজশাহী কেন্দ্রীয় উদ্যানে সফর সম্পন্ন করেন। এই সফরে আমাদের সাথে পেয়েছি আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর শামীম আরা বেগম, প্রফেসর ড. স্বপন কুমার দত্ত এবং ড. নাসিমা ইয়াাসমিন চৌধুরী ম্যাডাম কে।

অবশেষে আমরা ৪র্থ বর্ষে পদার্পন করি। এই বর্ষটা ছিলো সব থেকে আনন্দময়। আর এই আনন্দের পেছনে সবথেকে বেশী অবদান যে মমতাময়ী মানুষটার তিনি হলেন ড. নাসিমা ইয়াসমিন চৌধুরী। ৪র্থ বর্ষে আমাদের কোর্স তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তিনি এবং গৌতম সিংহ স্যার। তাদের সহযোগিতায় আমরা ০৬-১২-২০১৫ তারিখে গাজীপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক ও নুহাশ পল্লী তে ভ্রমণ করি। এছাড়াও গবেষনা প্রতিবেদন তৈরীর লক্ষ্যে আমরা রেশম গবেষণা ইনস্টিটিউট ও সায়েন্স ল্যাবরেটরি রাজশাহী, বেঙ্গল হানীর মৌমাছি খামার নাটোর এবং লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র "কল্যাণপুর হটিকালচার সেন্টার" সোনামসজিদ স্থল বন্দর ও তোহাখানা মাজার চাঁপাইনবাবগঞ্জ এ ভ্রমণ করি।

আমাদের প্রিয় শিক্ষক শিক্ষিকা মহোদয় এর আন্তরিকতায় ও ভালবাসায়, সহপাঠীদের সাথে হুল্লোড়, আড্ডাবাজির বিভিন্ন মহান অভিজ্ঞতার দিয়ে ছয়টা বছর পার করেছি। মনেই হয়নি এতগুলো সময় কেটে গেছে। তাই আজ শেষ সময় এসে মনের কোণে উকি দিচ্ছে সেই মধুর স্মৃতিগুলো। পরিশেষে সকলের নিকট আমার ও আমার সকল বন্ধুদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করছি, আমরা যেন আমাদের লক্ষ্যে পোঁছাতে পারি।

Rxe‡bi K_vgvjv
Zbkx `vm

জীবন মানে বহতা নদীর ধারা
যার খরস্রোত প্রান্তে আমাদের হেঁটে চলা
জীবন মানে ক্লান্ত দুপুর রোদে ক্লান্তির নিঃশ্বাস
যেখানে অপেক্ষমান সবাই পেতে শেষ বিকেলের আশ্বাস।
জীবন মানে প্রতিণিয়ত পরিশ্রমের এক একটা দানা
যেখানে সফলতার প্রতিক্ষা শুধু ব্যর্থতা মানা।
জীবন মানে আলো আঁধারের এক সংমিশ্রন।
সেখানে সবাই খুঁজে ফিরে শুধু রঙ্গিন রং
জীবন মানে তোমার আমার একই ছাদের নিচে বসবাস
যেখানে থাকবে শুধু ভালবাসার কল্পনা বিলাস।

Rxeb ‡g‡Ni Zix
mvbvR`v mjZvbv (jvebx)

দূর আকাশে মেঘের ভেলা
ভেসে ভেসে চলে
আড়ালে তার সূর্যি মামা
খিলখিলিয়ে হাসে।

জীবন সে তো মেঘের তরী
দুঃখ সুখের খেলা
তারই মাঝে উকি মারে
রবির কিরণ মালা।

কষ্ট দুখের মাঝেই মোরা
সুখের তরী পাই
তাইতো সবাই কষ্ট মাঝে
সুখ খুঁজিয়া যাই।

B"Qv
mvw`qv Bmjvg wbkv

আমি যদি বৃষ্টি হতাম
সবার মন কেড়ে নিতাম
আমার জন্য করতো সবাই
অধীর অপেক্ষা
মনটা আমার থাকত
সর্বদাই ভেজা
আমি যদি বৃষ্টি হতাম
সবাই আমার পরশ নিতো
আমি যখন চলে যেতাম
প্রাণের ছোঁয়া রয়ে যেত।

What is Life
Atiya Nasrin

Life is beauty - enjoy it
Life is natural - realise it
Life is true - maintain it
Life is running - run with it
Life is new forever - welcome it
Life is mine of happiness - invent it
Life is uneven - don't be anxious about it
Life is a document - sign it
Life is an architecture - build it
Life is excillent - utilize it
Life is for sacrifice - do it
Life is so small - don't waste it

FZzivR emš
Zvbgxg wZ_x

আসছে ঋতুরাজ
প্রকৃতি তাই ব্যাস্ত আজ
সাঝবে তারা নানান সাজ।
ঋতুরাজকে বরণ করবে বলে
প্রকৃতি সেজেছে রঙিন ফুলে।
পত্র ঝরা বৃক্ষ চিরতায়
সবুজ কচি পাতার শাড়িটি পরা চাই।
প্রতিবছর এই দিনে ঋতুরাজ
প্রকৃতি রাজ্যে আসে
প্রকৃতিকে তাই সাজানো হয়
রাজকীয় বেশে॥

AwL
‡mv‡nj

আঁখি তার পুষ্প বন,
পাখি করে আবাসন
মেরুন আঁখি করুন অতি,
লজ্জা যার ভূষন
রং ধনুর রঙ্গ মেখে,
রয়েছে সে আপন বেসে
কষ্টের ছায়া পড়লে হেতা,
ঝর্ণা নামে অনেক ব্যথা
মানবী সে স্বতী পাথর,
মমতায় অধিক কাতর
স্বর্ত্যের মূর্ত প্রতিক,
মিথ্যার হিংস্র দানবী
(সংক্ষিপ্ত)

m I qv‡e i Avkvn
Bqvmb Avjx

মা গো আমি শিখব না আর
হাট্টিমাটিম টিম,
আজ থেকে শিখব আমি
আলিফ লাম মীম।
একটি করে অক্ষরে মা
দশটি করে নেকী
চল সবাই আজ থেকে
কোরআন হাদিস শিখি।

Avd‡mvm
‡gvt Avãi iv¾vK ivR

ভালবাসি বলেছিলাম,
তার কাছে এসেছিলাম।
আসলো ভ্যালেনটাইন............
সে পড়ে ক্লাস টেন
আমি নাইন।

Avgvi QvÎx Rxeb
mvbvR`v LvZb

আমার ছাত্রী জীবন-
সাদা মেঘের ভেলার মত,
সফলতার পথে পা বাড়ানোর
প্রথম পদক্ষেপ।
ঝিরিঝিরি দখিনা হাওয়ার মত,
শুভক্ষণে, দু'হাত বাড়িয়ে
মঙ্গলকে ডেকে নেওয়া।
আমার ছাত্রী জীবন
ঘাসফড়িং এর পাখায়-
সোনালী রোদ্দুরের মত,
সামনে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরনা পাওয়া।
প্রজাপতির রঙ্গিণ ডানার মত
বর্ণিল স্বপ্নকে রচনা করা-
দূর্বা ঘাসের উপর বৃষ্টির কণা
কোহিনুরের মত।
আমার ছাত্রী জীবন
শেষ বিকেলের আলোর মত,
গন্তব্য স্থলে পৌঁছানোর শেষ মুহূর্ত।
সে আলোর পথ ধরেই
এগিয়ে যাব সামনে।
পৌঁছে যাব আমার কাংখিত
স্বপ্নের ঠিকানায় ॥

¯v_K K‡jR
mivBqv Rvnvb †kvfv

ফুলের সমাহার
তুমি আছ বলে
মালা দেবার প্রয়োজন নেই
তোমার ঐ গলে।
তোমার কী ক্ষমতা!
কভু নাহি নড়ো
তবু সবাইকে এনে
করছো তুমি জড়ো
শিক্ষকগণ জ্ঞানী এবং
পটু শিক্ষাদানে
কলেজের উন্নতি হয়
তাদেরই অবদানে
সকল কর্মচারী
ব্যস্ত সদা যেন
আরও আছে তরুন নবীন
জড়িয়ে নেবে তোমায়
দশ দিকেতে ছড়িয়ে যাবে
এই কলেজের জয়।

Rxeb nvq Rxeb
Avãjvn Avj Bgvg

জীবন হায় জীবন
জীবন কেন কত তুচ্ছ।
এই তুচ্ছ জীবনে কেন এত
হাসি, কান্না, দুঃখ
জীবন হায় জীবন
জীবন কেন এত তুচ্ছ।
হাসির জীবন হয় সুখের
কান্নার জীবন হয় দুখের
জীবন হায় জীবন
জীবন কেন এত তুচ্ছ।

Rxe‡b i gv‡b
gvnee Awei

জীবন মানেই সুখ দুঃখ
জীবন মানেই অভাব
কষ্টের সাথে যুদ্ধ করা
জীবনেরই স্বভাব ॥
তবুও জীবন স্বপ্ন দেখে
আসবে সুখের দিন -
এবার বুঝি ঘুঁচবে আমার
সকল দুখের ঋণ ।

gv hLb `‡i
†gvmvt kvnvgb LvZb

"মা" ক্ষুদ্রতম একটি অর্থবোধক শব্দ। জগতের যাবতীয় সুখ হাসি মায়া, মমতা এবং ভালোবাসা এই ছোট্ট শব্দটিতে মিশে আছে পৃথিবীতে একমাত্র মায়ের ভালোবাসাই নিরেট এবং নিঃস্বার্থ, মায়ের ভালোবাসার কোন পরিমাপ করা যায় না। সন্তানের কল্যানের জন্য নিজের সর্বপ্রকার সুখ, শান্তি এবং স্বার্থ বিনা সংকোচেই যিনি উৎসর্গ করতে প্রস্তুত তিনি "মা"।

মা পাশে থাকা কালীন সময়ে তার প্রয়োজন যতটুকু অনুভূত হয় তার থেকে বেশি অনুভূত হয়, যখন মায়ের কাছে থেকে থাকি অনেক দূরে। উচ্চশিক্ষা কিংবা জীবিকার তাগিদে সাধারণত নিজগ্রাম, বিশেষত "মা" কে ছেড়ে আসতে হয় দূরে কোন শহরে। কিংবা দেশের সীমা ছাড়িয়ে পাড়ি জমাতে হয় বিদেশ বিভূঁইয়ে।

আমি সেই রকমই একজন। প্রায় আট বছর আগে উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাকেও গ্রাম ছেড়ে পাড়ি জমাতে হয়েছিল শহরে। যেখানে না আছে মা আর না আছে মায়ের ভালোবাসা। অসুস্থ অবস্থায় বার বার মায়ের মুখখানি চেখের সামনে ভেসে ওঠে। মায়ের মমতা মাখানো স্পর্শ পেতে খুব ইচ্ছে করে তখন। মনে হয় মা পাশে থাকলে হয়তো কষ্টটা একটু কমতো।

শহরে বড় বড় দালান, শপিং মল, দোকান পাট, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি সব আছে। নেই শুধু মা আর মায়ের ভালোবাসা। তারা খুবই ভাগ্যবান যাদের পাশে সবসময় তাদের মা রয়েছেন। ছোটবেলার কতবার যে মায়ের বকুনি খেয়েছি। বকার পরে মন খারাপ করে বসে থাকলে মা ই আবার পাশে এসে স্নেহের পরশ দিয়ে সব ভুলিয়ে দিতেন। "মা" আজ তোমার থেকে দূরে এসে তোমার সেই বকুনি বড়ই মিস করছি। সেইদিন তোমার বকুনি খেয়ে কত কেঁদে ছিলাম পরক্ষনে তোমার ভালোবাসাও পেয়েছিলাম। আজ তোমার বড়ই মনে পড়ছে মা। চোখ দিয়ে অজস্র অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে কিন্তু মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার মানুষটি তুমি কাছে নেই মা।

আধুনিক উৎকর্ষ আর প্রযুক্তির যুগে অনেক কিছুই সহজ হয়ে গেছে। তাই মাকে জড়িয়ে ধরতে না পারলেও দূর থেকে মায়ের কন্ঠটা চাইলেই শুনতে পারি। সারাদিনের ব্যস্ততা কাটিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েই মোবাইলটা হাতে নেই, ফোন করি মাকে। "মা কেমন আছো তুমি?" মাঝে মাঝে কথা বলতে গেলে কান্নায় গলা ধরে আসে ও প্রান্ত থেকে মা ধরে ফেলে আমি কাঁদছি। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেন "কিরে কাদছিস কেন?" কান্না লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালাই, বলি "কই নাতো! তুমি ভালো আছোতো মা"?

¯§Z Pib
bvmwib

২০১১ সালের কথা এইতো সেদিন কলেজে ভর্তি হব বলে আসলাম কিন্তু একা বলে সাহস পাচ্ছিলাম না। জাকিরা ও মাহমুদা ম্যাডাম আমাকে ডেকে বলেন, "তুমি ভর্তি হবে না? আমি সাহস পাই তারপর ভর্তির জন্য একটা সাদা পেজের দরকার পড়ে জিয়া স্যার এসে আমাকে মজা করে বলেন, " আমি তোমাকে কাগজ দিতে পারি কিন্তু আমাকে টাকা দিতে হবে। আমি হেসে ফেলি।

আমাদের ক্লাসে হেড ম্যাডামের সুস্পষ্ট উচ্চারন শুনে অবাক হই। তিনি কি সুন্দর করা কথা বলেন! ড. নাসিমা ম্যাডাম খুব সহজেই সবার সাথে মিশে যেতে পারেন। এটা ছিল ম্যাডামের বিশেষ গুন।

আশরাফুন নেসা ম্যাডামকে খুব মিস করি প্রতিটি ক্লাসে তিনি ১০ মিনিট করে যে শিক্ষনীয় বিষয় বলতেন তা সত্যিই আমাদের চলার নির্দেশনা স্বরূপ। শিক্ষকদের কথা না বললেই নয় রবিউল স্যার, গৌতম স্যার, মজিদ স্যার এদের ব্যবহার ছিল অতুলনীয়।

স্মৃতি ম্যাডাম, আফরোজা ম্যাডামকে খুব সহজে যেন সব সমস্যা বলতে পারি। মনে হয় তারা আমাদের সমস্যাগুলো সহজেই বুঝতে পারেন।

-t gvZwcZvi AvaKvi, ˆbwZKZv I K¨wiqvi t-
wKgqv‡q kvnv`vZ AvRg

অ, আ, ক, খ, A, B, C, D, ১, ২, ৩, ৪ এই বর্ণ গুলোর সাথে যিনি আমাদের সর্বপ্রথম পরিচয় করিয়ে দেন, তারা হলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন আম্মা-আব্বা। এমন স্নেহপূর্ণ, আদর মাখানো পড়ালেখার কথা কি কখনো ভুলা যায়।? আর ভুলবই বা কেমন করে যারা আমাদের আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তুলবার জন্য কতই না কষ্ট করেছেন, সহ্য করেছেন কত-শত, ঘাত-প্রতিঘাত। কখনো নিজের কথা ভাবেন নি, নিজের দিকে তাকান নি, সন্তানের মঙ্গলের কথা ভেবে। তারা আমাদের নিয়েই স্বপ্ন বুনেছেন। কি করে আমার সন্তান বড় হবে, কি তার লক্ষ্য স্থির হবে, কোথায় পড়ালেখা করবে, সর্বশেষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এমন স্বপ্ন শুধু আমার পিতামাতাই নয় পৃথিবীর কোটি কোটি পিতামাতা, পরিবার স্বপ্ন দেখে আসছে।

আজ যখন লিখছি তখন তোমার পিতা-মাতা তোমাকে/আমাকে নিয়ে ২৫টি বছর শ্রম, সেবা, স্নেহ- ভালবাসার পূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু যখন পড়ালেখা শেষ হলো, কর্মজীবনে প্রবেশ করলে, বিয়ে করলে, সংসারী হলে তখন কি হলো তোমার? তুমি বিগত দিনের সকল প্রকার স্নেহ, সেবা, ভালবাসা ভুলে গিয়ে, পিতা-মাতার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে এক রুপসী নারীর মায়াজালে বন্দী হয়ে গেলে। সেই রুপসী নারীই তোমার জীবনের সব কিছু, তার পিতা-মাতাই তোমার কাছে হয়ে গেল পরম আপন জন।

আর এদিকে তোমার পিতা-মাতার কোন খবর তোমার কাছে নেই, তাদেরকে তুমি সহ্য করতে পারো না, তাদের উপস্থিতি, তাদের অবস্থান তোমার কাছে বিরক্তি লাগে, তাদের চেহারা তোমার কাছে আর ভালো লাগেনা। তারা এখন তোমার কাছ থেকে দুমুঠো খাবার, হাত খরচ এসব কি কিছুই পেল! যে পিতামাতা তোমার প্রতিটি স্বপ্ন পূরনে হয়েছেন একান্ত সঙ্গী, পূরন করেছেন প্রতিটি আবদার, আর তারা তোমার কাছে জিম্মি। তারা তোমার কাছে কিছুই চাইতে পারবে না, পাবার কোন অধিকার নেই। আর তোমার শশুর বাড়ীর প্রতিটি সদস্যই তোমার কাছে আত্নার আত্নীয়।

বউতো তোমার কর্তা, নির্দেশদাতা, ইচ্ছার কারিগর। বউ যদি হয় তোমার ইচ্ছার কারিগর, হাতের পুতুল, অস্তিত্বের কলকাঠি, তাহলে কোন পুরুষ তুমি!

যে পিতামাতা তোমার মুখে হাসি ফুটাবার জন্যে সব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন, সেই শৈশব থেকে তিল তিল করে আজ এতো বড় করেছেন, আজ তারা তোমার কাছে বোঝা, চোখের বালি। তুমি তোমার স্ত্রী তাদের মৃত্যু কামনা করছো, তারা মরেনা কেন? এই চিন্তাই সর্বক্ষন। তাহলে মনেরেখ তুমি ও এমন হবে একদিন। সেদিন তুমি ঠিক এমনই অবস্থায় পড়ে রইবে।

এই যদি হয় তোমার সামগ্রিক অবস্থা, এই যদি হয় তোমার নীতি-নৈতিকতা, এই যদি হয় তোমার ক্যারিয়ার, এই যদি হয় তোমার শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা জীবন তবে ঠিক তোমাকে, তোমার স্ত্রীকে, তোমার শশুর শাশুড়িকে যে সন্তানকে পিতামাতা থেকে দূরে রাখে; ঠিক তোমার আস্থা, বিশ্বাস, দর্শন, বিবেক বুদ্ধিতায় ধিক তোমার নীতি নৈতিকতায় শত ধিক তোমার শিক্ষা অর্জনে প্রাপ্ত স্বপ্নের ক্যারিয়ারে।

আল্লাহর লানত তোমাকে তোমার স্ত্রীকে লাঞ্চিত হও তুমি ধংস হোক তোমার জীবন। এই তোমার আখিরাত তথা পরকালের সঞ্চয়।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থায় দুজনের (পিতা-মাতা) যে কোন একজনকে পেয়ে ও জান্নাত খরিদ করে নিতে পারলোনা, তার জন্য ধ্বংস হয়ে যায়। (আল-হাদিস)। রাসুল (সাঃ) বলেছেন মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত। বিশ্বনবী (সাঃ) আরো বলেন পিতামাতাই তোমার জান্নাত পিতা-মাতাই তোমার জাহানাম। (আল হাদিস)

হাদিসে এসেছে পিতা-মাতার দিকে নেক নজরে তাকালে, এক হজ্বের সমান সওয়াব কবুল হয়।

তাহলে আমি, তুমি, পৃথিবীর সকল সন্তান কোন পর্যায়ে রয়েছি। মানব জীবনের শুরুতে তথা জন্মের পর একজন শিশু নিস্পাপ, পূত ও পবিত্র থাকে। সময়ের পরিক্রমায় সেই শিশু পরিবার সমাজ ও পরিবেশ থেকে শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু সেই কাঠামোয় যদি আদর্শিক মূল্য বোধ সংরক্ষিত থাকে, আল-কোরআন, আল-হাদিসের আলেকে হয় তাহলে একটি শিশুর জীবন কিরূপে গড়ে উঠবে? নিঃসন্দেহে সেই শিশুর জীবন চারিত্রিক কাঠামো উপরে বর্ণিত চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ হবে না। ঈমান আমল আখলাকে নিঃসন্দেহে উন্নতহবে, মানসিক বিকাশ হবে ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষিত। আল্লাহ তায়ালার প্রতি আস্তা বিশ্বাস রবে সর্বক্ষণ, তাকওয়াবান হবে; পিতামাতার চক্ষু শীতলক-ারী সুসন্তান হবে; সদকায়ে জারিয়াহ এর গুনাবলী সম্পন্ন এক পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু হবে।

আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সিলেবাসে অন্তভূক্ত বই প্রতিটি ক্লাসের সব মিলিয়ে কতগুলো অধ্যায়ন করেছি তার হিসাব অনেক বড়। এসব সিলেবাসের বই কি আমাদের নীতি-নৈতিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে, আদর্শ ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছে, ক্যরিয়ারকে ইসলামিক স্কলার রুপে গড়তে সক্ষম করেছে, তার কিছুই পারে নি।

অথচ আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে বিশ্বনবী (সাঃ) এর সাহাবী সাথীদের সিলেবাসের বই ছিল মাত্র একটি। তাহলো আলকোরআন এর সংস্পর্শে যে এসেছ, সে সোনার মানুষে পরিণত হয়েছে। সেই একটি মাত্র বইই তাদের জীবনের প্রতিটি স্তরকে আলোকিত করেছে, সমৃদ্ধ করেছে, তাকওয়াপূর্ণ আন্তরে রুপায়ন করেছে, সেই মহাগ্রন্থ আল-কোরআন। আজ ক্যারিয়ারের টার্নিং পয়েন্টে এসে মনে হচ্ছে কি শিখলাম আমরা, কি অর্জন করেছি? হয়তো গুটি কয়েক সার্টিফিকেট মাত্র। এই ক্যারিয়ার দিয়ে জাতিকে কি উপহার দিবো, মাতা-পিতার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো তো। এই নীতি-নৈতিকতা ও ক্যারিয়ার দিয়ে পরিবার সমাজ, ওরাষ্টের সেবায় অংশগ্রহন করতে পারি। এই আশা, এই স্বপ্ন যেন সত্যি হয়। আর মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি।
হে আমাদের রব, আমাদের ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ দাও। আমিন।

A™Z Pwi Î
A`k¨ gvbe

সমাজে যে পরিমান ভেজাল বেড়ে গেছে তাতে করে খাঁটি বা আসল প্রাণীর দেখা পাওয়া আর বাঘের দুধ দিয়ে বানানো চা খাওয়া সমান কথা। তবুও এই ভেজালের ভিড়ে কিছু সুবোধ বালক বালিকাদের সম্পূর্ণ নির্ভেজাল চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্য ও দৈনন্দিন চলাফেরার ওপর বিশেষ প্রতিবেদন নিচের অংশে উপস্থাপিত হতে চলেছে। প্রিয় পাঠকগণ এই প্রাণীদের চারিত্রিক গুণাবলী গুলো উপলব্ধি করে কেউ ভয় পাবেন না। কারণ আগেই বলেছি এরা সবাই সম্পূর্ণ নির্ভেজাল, বিষমুক্ত এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন।

"অনিক" ভালোনাম জয়ন্ত কুমার সরকার। ছোট বেলা নিজের নাম লিখতে পারতনা বলে শর্টকাট পদ্ধতিতে অনিক টা বেছে নিয়েছে। সুস্বাস্থের অধিকারী ও (ড়িবি) তার প্রিয় খাবার। ভোরের লাল সূর্যকে প্রনাম করে সে ঘুমাতে যায় এবং দুপুরের কড়া রোদকে স্বাগত জানিয়ে সে বিছানা ছাড়ে। এক কাপ লাল চা ও একপিছ লাড্ডু তার মধ্যদুপুরের নাস্তা। সারাদিন রাস্তার এমোড় ওমোড় মানুষের সেবা করে বেড়ায়। দেহের গড়ন ও পোশাকের ধরন দেখে অনেকেই তাকে শাহরুখ খান ভেবে ভুল করেন। জুকার বার্গের সাথে দারুন সম্পর্ক রয়েছে তার। BCS এর জন্য পড়াশোনাটা ফেসবুক থেকেই করে নেয় সে। জীবনের লক্ষ্য সর্বাধিক পরিমানে রাতজেগে রেকর্ড গড়া এবং জুকারবার্গের জামাই হওয়া। আশা করছি তার এ চাওয়া এ জীবনে পুরন হবে না।

"ইয়াসিন" ডাক নাম ল্যাংচা ঘোষ। নামটি তার পছন্দ না হলেও বন্ধুরা তাকে এনামে ডাকতে বেশি আরামদায়ক মনে করে। মিষ্টি বদনের অধিকারী। এজন্য সবাই বিশেষ করে বালিকাদের কাছে অধিক পছন্দের জীব। কঠোর পরিশ্রমী তবে মিতব্যয়ী। তার প্রধান ইচ্ছা অত্যাধুনিক ও অসম্ভব রকমের ভালো একজন বালিকা কে জীবন সঙ্গী করবে। তবে এখনো তার মনের মতো সঙ্গী প্রাণীটিকে খুঁজে পায়নি। অধিক খেতে পছন্দকরে ও ভালো রান্না করতে পারে। অসাধারণ ফুটোগ্রাফার। ছবি তোলায় তার জীবনের একমাত্র ব্রত।

"মর্তুজা" ভালোনাম আলী মর্তুজাবিন মুনসুর। অসম্ভব ধরনের ভদ্র একজন প্রাণী। জীবনের প্রতিটি সময়কে কাজে লাগায়। অন্যায় অবিচার তাকে স্পর্শ করতে পারেনা। মেয়েদের প্রতি অ্যালার্জি ছোট বেলা থেকেই। তার প্রিয় উক্তি অশ্লীলতা পরিহার করুন। নিজেকে সে বটগাছ ভাবে যার পাতা নড়ে কিন্তু ডাল নড়েনা। সত্য ও ন্যায়ের পথেই তার পথচলা।

"চৈতি" ভালোনাম চৈতি ঘোষাল। অসম্ভব স্বাস্থ্যবান একজন প্রাণী। নিজেকে বন্ধুদের মাঝে উজাড় করে দিতে পছন্দ করে। ফুচকা ও চটপটি তার প্রিয়খাবার। ফুচকার জন্য সে ৪০ কি.মি পথ পায়ে হাঁটতে পারে। এক কথায় বলা যায় অসাধারণ পেটুক স্বভাবের প্রাণী। তবে ইহা স্বীকার করতেই হবে যে বদনের আকৃতি ও আকার বেশ কিউট ধরনের।

"তিথি" বাবা-মায়ের দেওয়া নাম তানমিম তিথি। একটু রাগী পর্বের, ভদ্র শ্রেণির, মায়াবী গোত্রের ও কিউট প্রজাতির প্রাণী। খুব পড়াশুনা প্রিয়। অযথা সময় ও নষ্ট করা তার খুবই অপছন্দের। চরম বাস্তব বাদী ও সত্যবাদী। নিজেকে বিড়াল গোত্রের একজন সদস্য হিসাবে পরিচিত করতে চায়। আর সেজন্য অনেক বিড়ালের আনাগোনা তার ঘরে। ফুল চাষকরা ও তার প্রিয় একটি কাজ। তবে সবকিছুর উর্দ্ধে সে একজন মারাত্নক ধরনের উপকারী প্রাণী।

"রাজু" বিশেষ নাম রাজু আহম্মেদ। দারুন হ্যান্ডসাম ড্যাশিং একটি প্রাণী। নানান ধরনের কসমেটিক্স তার প্রিয় খাবার। সরি প্রিয় প্রোডাক্ট। নিজেকে পরিপাটি রাখতে বেশি পছন্দ করে। বালিকাদের কাছে অধিক পছন্দের পাত্র হিসাবে পরিচিত। জটিল মেধার অধিকারী। কাজের চাইতে টেনশনের পরিমান দ্বিগুন। বাহিরের পরিবেশ তার বড়ই অপছন্দের। ঘরেবসে প্রিয়জনের সাথে ফোনালাপ তার অধিক পছন্দের।

"মাহবুব" অনাকাঙ্খিত ভাবে পাওয়া নাম আবির। অসম্ভব ধরনের ফাঁকিবাজ একটি প্রাণী। কাজ করে অল্প মারে বেশি গল্প। প্রিয়খাবার কচু ও পুঁইশাক। মাঝে মাঝে অণিকের সাথে কলা পুড়িয়ে খেতে বেশ পারদর্শী। জীবনের কোন লক্ষ্য নেই। সারাদিন অকাজে সময় ব্যয় করে। গান গাওয়া তার একটি বদ অভ্যাস। বাথরুম থেকে ক্লাসরুম সারাক্ষন মুখে গান লেগেই থাকে। মনে হয় নিজেকে আসিফ কিংবা মনির খান ভাবে। মেয়ে প্রাণীদের প্রতি তেমন আকৃষ্ঠ নয় বরং মেয়ে প্রাণীরাই তাকে অত্যাধিক পরিমানে ইফটিজিং করে। তবে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রজাতির মানব প্রাণীদের সে বন্ধু হিসাবে ভালোবাসে।

প্রিয় পাঠকগণ নিশ্চয় উপরোক্ত চরিত্রগুলো আপনাদের মনে দাগ কেটে গেছে। আশা করছি এমন চরিত্রের প্রাণীগুলোকে স্বাভাবিক সামাজিক জীবনে অভিযোজনের জন্য পরিবেশ সৃষ্টিকরতে সবাই এগিয়ে আসবেন।

Mí n‡j I mZ¨ Bqwmb Avjx

আমরা যারা বাহিরে থেকে লেখাপড়া করি তারা কমবেশি সবাই হোস্টেল বা মেসে থাকি। হয়তো আমরা অনেকের আসল পরিচয় জানি না। আমি সে রকমি একটি ঘটনা বলব।
২০১৬ সালের জুনের প্রথমের দিকে আমাদের মেসে একটি ছেলে উঠে নাম তার দ্বীপু (ছন্দ নাম)। দ্বীপু অত্যান্ত সহজ সরল ছেলে। কারো সাথে খুব বেশি কথা বলত না। এ কারনে মেসের সবাই তাকে নানা কাজে ব্যবহার করত। কারো কোন কাজের প্রয়োজন হলে তার থেকে করে নিত।

এমনকি দ্বীপু যখন খাবার বসত, তার থালা থেকে মাছ বা মাংস খেয়ে ফেলত। বলত এতো খাবার খেতে পারিস? দ্বীপু কোন প্রতিবাদ করত না। কেউ জানত না কে এই দ্বীপু, কী তার পরিচয়। এভাবে দিন চলতে থাকল। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ ঈদের ছুটিতে সবাই বাড়ি যাচ্ছে। যেমন খুশি অন্যদের সাথে মজা করছে। দ্বীপুর সাথে একটু বেশি। দ্বীপুকে সবাই বলছে, তুই কিন্তু ঈদের আগের দিন বাড়ি যাবি আর আমরা আসার আগেই ফিরে আসবি। আমি একটা কোচিং এ ক্লাস নিতাম। তাছাড়া আমার কয়েকটি টিউশনি ছিল এ কারনে আমি দেরিতে বাড়ি যাব। দ্বীপুর সাথে এ রকম ব্যবহার আমার ভালো লাগত না। কেন জানি তার উপর আমার মায়া হতো।

ঈদের ২দিন আগের কথা। আমি বাড়ি যাওয়ার জন্য বের হচ্ছি। দেখি দ্বীপু বসে আছে। আমি তাকে বললাম এই দ্বীপু বাড়ি যাবে না? সে কোন উত্তর দিলো না চুপ করে বসে থাকল আমি তখনো জানতাম না তার কী পরিচয়। আমি আবারো তাকে জিজ্ঞাস করাতে সে কেঁদে ফেল। আর বলল, আমার কোনো বাড়ি নেই। আমি এতিম খানাতে বড় হয়েছি। সেখানে এক ভদ্রলোক আমার লেখাপড়ার খরচ চালাতো। তিনি আমার মেসে থাকার খরচ দেন। দ্বীপুর কথা শুনে আমার খুব খারাপ লাগল। মেসের ছেলেরা দ্বীপুর সাথে এতো খারাপ ব্যবহার করত। কিন্তু তারা জানত না তার মনের ব্যাথা। কেন সে চুপ থাকত। আমি তখন কী করব বুঝতে পারছিলাম না। আমি বাড়ি চলে গেলাম। কোনো কিছু ভালো লাগছিল না। বার বার দ্বীপুর কথা মনে পড়ছিল।

বিঃদ্রঃ কারো সম্পর্কে কিছু না জেনে কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়।

কথা কিন্তু সত্য!

আপনি যত বেশি দায়িত্ব পালন করবেন, আপনার উপর তত বেশি দায়িত্ব চাপবে। তত বেশি ঝামেলাই জড়াবেন।, টেনশন বাড়বে, জবাবদিহি করতে হবে, সমালোচনাও বেশি হবে, অফিস কাজে ম্যানেজমেন্ট আপনার উপর নির্ভরশীল হবে। শত্রু হবে বেশি, বন্ধু শুভাকাঙ্খী কমে যাবে। আতশী কাঁচ দিয়ে আপনার দোষ ত্রুটি খুজে খুজে দেখা হবে।

ফাঁকিবাজরাই ভালো। এদের কোন টেনশন নাই, এদের নিয়ে সমালোচনাও নাই। ফাঁকিবাজরাই সুখি মানুষ।

স্মরনীকা কমিটি

LION
RESTAURANT

to old
to die

to old
to die
young

to old
to die
young
JACK& JONES

HULK

বঙ্গবন্ধু
সাফারীপার্ক

(নীচ তলা)